মধ্য-লীলা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন॥ ২

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অমোঘকং তন্নামানং ভট্টাচার্য্য-জামাতারম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতকর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈতের পূজা, শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব-লীলা, অলক্ষিতভাবে শ্রীশচীমাতার গৃহে প্রভুর ভোজন, গৌড়ীয়-ভক্তদের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বিদায়,, সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুর ভোজন, অমোঘের প্রতি কৃপা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরঃ (শ্রীগৌরচন্দ্র) সার্ব্বভৌমগৃহে (সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে) ভুঞ্জন্ (ভোজন করিয়া) স্বনিন্দকং (নিজের নিন্দাকারী) অমোঘকং (অমোঘকে) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (অঙ্গীকার করিয়া) স্বাং (স্বীয়) ভক্তবশ্যতাং (ভক্তবশ্যতাকে) স্ফুটাং (স্পষ্টরূপে ব্যক্ত) চক্রে (করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভোজন করিয়া নিজের (প্রভুর) নিন্দাকারী অমোঘকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্পষ্টরূপে স্বীয় ভক্তবশ্যতাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; প্রভু আহারে বসিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভোজনগৃহের দ্বারে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ দূর হইতে প্রভুর ভোজন দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"একা এক সন্ন্যাসী এত অন্ন খাইবে?"—বলিয়াই অমোঘ পলাইয়া গেল; সার্ব্বভৌম হায় হায় করিতে করিতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন; কিন্তু অমোঘকে ধরিতে পারিলেন না; নিমন্ত্রিত প্রভুর নিন্দা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ও তাঁহার গৃহিণী আত্মধিক্কার দিতে লাগিলেন। যাহাহউক, আহার করিয়া প্রভু বাসায় গেলেন; সস্ত্রীক সার্ব্বভৌম প্রভুর নিন্দাজনিত দুঃখে উপবাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুনা গেল—বিসূচিকায় অমোঘের মুমূর্ষু অবস্থা; তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ভাবিলেন—প্রভুকে যে নিন্দা করে, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। প্রভু শুনিলেন; শুনিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত সার্ব্বভৌমের জামাতার প্রাণ যায়, ভক্তবৎসল প্রভু কিরূপেই বা স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তাড়াতাড়ি অমোঘের নিকটে আসিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলেন; অমোঘ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিল এবং প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; পরে প্রভুর নিন্দাজনিত অপরাধ খণ্ডনের জন্য প্রভুর চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তদবধি অমোঘ প্রভুর পরম ভক্ত।

সার্ব্বভৌম হইলেন প্রভুর পরম ভক্ত; তাঁহার প্রতি যে প্রভুর বাৎসল্য, সেই ভক্তবাৎসল্যের বশীভূত হইয়াই তিনি সার্ব্বভৌমের জামাতাকে—যিনি স্বয়ং প্রভুকেও সাক্ষাতে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই অমোঘকে—উদ্ধার করিলেন; ইহাদ্বারা প্রভু তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিলেন।

প্রথমাবসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য গীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন। ৪
উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয় ॥ ৫
ঘরে আসি করে কভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৬
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য-আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি-চন্দন ॥ ৭
গলে মালা দেয়, মাথায়—তুলসীমঞ্জরী।
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ ৮
পূজাপাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ৯
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥ ১০
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবার ॥ ১১
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তার বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের একটী প্রধান ঘটনার (অমোঘের উদ্ধারের) উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভক্তবশ্যতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

৪। **প্রথমাবসরে**—দিনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সুযোগে; মঙ্গল-আরত্রিক-সময়ে।

৫। **উপল**—উপলভোগ; শ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালীন ভোগ। উপল-শব্দের অর্থ পাষাণও হয়, রত্নও হয়। সম্ভবতঃ পাষাণ (বা পাথর)-ভাণ্ডে, অথবা রত্নভাণ্ডে, অথবা রত্নখচিত পাষাণ-ভাণ্ডে করিয়া এই ভোগ দেওয়া হয় বলিয়াই ইহার নাম উপল-ভোগ। **বাহিরে বিজয়**—বাহিরে গমন। উপলভোগের সময় পর্য্যন্ত প্রভু শ্রীমন্দিরে থাকেন। তারপর বাহির হইয়া হরিদাসঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু নিজ বাসায় যায়েন। **নিলয়**—বাসা।

৬। একদিন প্রভু শ্রীমন্দির হইতে নিজবাসায় আসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য আসিয়া প্রভুর পূজা করিলেন। পূজার বিবরণ পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে দেওয়া যইয়াছে।

৭-৮। **সলিল**—জল। **মাথায় তুলসীমঞ্জরী**—মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া চরণে তুলসী গ্রহণ করিবেন না, ইহা বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর মস্তকেই তুলসীমঞ্জরী দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত সুগন্ধিজলে মহাপ্রভুর পাদ্য ও আচমন দিলেন, প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধিচন্দন লেপিয়া দিলেন, গলায় ফুলের মালা ও মাথায় তুলসীমঞ্জরী দিলেন এবং চরণে নমস্কার করিয়া করযোড়ে প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

৯-১০। শ্রীঅদ্বৈতকৃত পূজার পরে পুষ্প-তুলসী যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদ্বারা প্রভুও আবার শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিলেন এবং "যোঽসি সোঽসি" মন্ত্র পড়িয়া মুখবাদ্য করিতে করিতে অদ্বৈতের দিকে চাহিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন।

যোঽসি সোঽসি—যে হও সে হও। তুমি যাহা হওনা কেন, তোমাকে নমস্কার। যোঽসি সোঽসি—যাহা তাহা বলার উদ্দেশ্য এই, যে তোমার (শ্রীঅদ্বৈতের) তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। এইটি শিবমন্ত্রের অংশবিশেষ; অদ্বৈত-আচার্য্য সদাশিব-তত্ত্ব বলিয়া প্রভু শিবমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিলেন। তন্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই:—"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে।"

মুখবাদ্য—মুখে বোম্, বোম্ শব্দ; ইহা শিবের সন্তোষকর। **হাসে আচার্য্যেরে**—অদ্বৈতের দিকে চাহিয়া হাসেন।

১১। **অন্যোন্যে**—পরস্পর; একে অন্যকে। **বারবার**—পুনঃপুনঃ।

১২। একদিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া তিনি নিজেই পাক করিতে লাগিলেন, তাঁহার গৃহিণী পাকের যোগাড় দিতে লাগিলেন; উভয়েই পরমানন্দে, প্রভু যে সকল দ্রব্য ভালবাসেন,

পুনরুক্তিভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩
একেক দিন একেক ভক্ত-গৃহে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্তসব ॥ ১৪
কেহো ঘরভাত করে—কেহো প্রসাদান্ন।
এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৫
চারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভুসঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥ ১৭
কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব ॥ ১৮
দধি-দুগ্ধ-ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি 'হরিহরি' ॥ ১৯
কানাঞি-খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথমাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ ২০
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥ ২১
ইহা সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সে সকল দ্রব্য পাক করিতে লাগিলেন। পাক করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন—"প্রভুর সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসিগণ আসেন; সন্ন্যাসী সঙ্গে থাকিলে প্রভু ভাল করিয়া খান না; যে সকল দ্রব্য আমি তৈয়ার করিতেছি, একেলা প্রভুকে খাওয়াইতে পারিলেই আমার আনন্দের আর সীমা থাকিবেনা; প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাসিগণ যদি আজ না আসেন, তাহা হইলেই ভাল হয়।" শ্রীঅদ্বৈত এরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর পাক করিতেছেন। এদিকে মধ্যাহ্ন হইল দেখিয়া প্রভু এবং সঙ্গীয় লোকগণ স্নানাদি করিতে গেলেন। হঠাৎ ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল—এত ঝড়-বৃষ্টি সহসা আর সে অঞ্চলে হয় নাই; ঝড়বৃষ্টির চোটে কে কোথায় গেল, তাহার আর ঠিক নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়—সর্ব্বত্রই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি, কিন্তু অদ্বৈতের গৃহে সামান্য একটু বৃষ্টিমাত্র। যাহাহউক, এই ঝড়বৃষ্টির সময়েই অদ্বৈতের রান্না শেষ হইল, তিনি প্রভুর ভোগ সাজাইয়া তাহার উপরে তুলসী মঞ্জরী দিয়া প্রভুর ধ্যান করিতে লাগিলেন—প্রভু যেন একাকীই আসেন, ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই ইচ্ছাও শ্রীঅদ্বৈত জানাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ প্রভু একাকীই "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" বলিয়া অদ্বৈতের গৃহে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গীয় সন্ন্যাসিগণের কাহাকে ঝড়বৃষ্টি কোন্ দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে বলা যায় না; প্রভু যখন বাসা হইতে অদ্বৈতের গৃহে রওনা হয়েন, তখন কেহই সেখানে ছিলেন না। অদ্বৈতের আনন্দ যেন আর ধরে না; তিনি নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া ইচ্ছানুরূপ-ভাবে প্রভুকে খাওয়াইলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৯ম অধ্যায়)।

বিস্তার বর্ণিয়াছেন ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ডে, ৯ম অধ্যায়ে।

১৫। **ঘরভাত করে**—নিজের ঘরেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করেন। **কেহ প্রসাদান্ন**—কেহবা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ কিনিয়া আনিয়া প্রভুকে খাওয়ান। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ-ভক্তগণই "ঘর ভাত" করিতেন।

১৬। **চারিমাস**—রথযাত্রার পরবর্ত্তী চারিমাস; চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস। **নানাযাত্রা**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে নানাবিধ উৎসব। **মহারঙ্গে**—মহা আনন্দে।

১৭। **কৃষ্ণজন্মযাত্রায়**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে। **গোপবেশ হৈলা**—গোয়ালার বেশ ধারণ করিলেন।

১৮। **কৃষ্ণজন্ম যাত্রা দিনে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উপলক্ষ্যে নন্দোৎসবের দিনে, অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর পরের দিন।

২০। কানাঞি খুটিয়া সাজিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহাজ; আর জগন্নাথ মাহিতী সাজিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের মাতা ব্রজেশ্বরী যশোদা।

২১-২২। প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম, তুলসী পড়িছাপাত্র—ইঁহারা সকলেও গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন; স্বয়ং প্রভু ইহাঁদের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন; দধি, দুগ্ধ, আর হরিদ্রাজলে সকলের অঙ্গই ভিজিয়া গিয়াছে।

অদ্বৈত কহে—সত্য কহি, না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥ ২৩
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৪
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে ॥২৫
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ২৬
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহাদোঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৭
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদবস্ত্র এক লঞা আসি ॥ ২৮
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল ॥ ২৯
কানাঞি-খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন ॥ ৩০
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল ॥ ৩১
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩। উৎসব উপলক্ষ্যে লাঠি-ঘুরান গোপজাতির একটা স্বাভাবিক-রীতি; ইহাতে দক্ষতাই তাঁহাদের গোপত্বের একটী লক্ষণ; এজন্যই অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—"তোমরা যে গোপবেশ ধারণ করিয়াছ, কেবল তাহাতেই তোমাদিগকে গোপ বলিব না; যদি দক্ষতার সহিত লাঠি ঘুরাইতে পার, তবেই বুঝিব তোমরা বাস্তবিকই গোপ।

২৪। **বারবার** ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ লাঠিটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার পড়িবার সময় প্রভু তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। ইহা লাঠিখেলার একটা কৃতিত্ব।

২৫। **শিরের**—মাথার। প্রভু কখনও মাথার উপরে, কখনও পৃষ্ঠভাগে, কখনও দুই পার্শ্বে, আবার কখনও বা দুই পায়ের মধ্যে দিয়া লাঠি ফিরাইতে লাগিলেন; লাঠিচালনায় প্রভুর কৌশল ও ক্ষিপ্রতা দেখিয়া লোক আনন্দে হাসিতে লাগিল।

২৬। **অলাতচক্র**—একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠকে চক্রাকারে দ্রুতবেগে ঘুরাইলে যাহা হয়, তাহাকে অলাতচক্র বলে। তখন ইহাকে একটা আগুনের চক্রের মত দেখায়।

প্রভুও এত দ্রুতবেগে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন যে, স্বতন্ত্রভাবে লাঠিটী আর দেখা যাইতেছিল না। দেখা যাইতে লাগিল কেবল একটা চক্রাকার লাঠি বা লাঠির চক্র।

২৭। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, আর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েই ব্রাহ্মণ; তাঁহারা যে গোপের মত দক্ষতার সহিত লাঠি ঘুরাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই অশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রজলীলায় উভয়েই যে গোপ ছিলেন, ইহা সকলে জানিত না, এজন্যই সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বাস্তবিক তাঁহারা স্বরূপতঃ গোপ ছিলেন বলিয়াই লাঠি ঘুরাইতে পারিয়াছিলেন। **গোপভাব গূঢ়**—গোপনীয় গোপভাব। তাঁহারা যে গোপ ছিলেন, একথা গোপনীয় ছিল, সকলে জানিত না। প্রভু এই কলিতে ছন্ন অবতার কি না; তাই ব্রাহ্মণত্বের আবরণে তাঁহার এবং তাঁহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দের গোপত্বও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে নন্দোৎসবের গোপ-লীলায় তাহা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। এই লীলায় প্রভুর কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত।

৩০। **জগন্নাথ**—জগন্নাথমাহিতী। **আবেশে**—নন্দ ও যশোদার আবেশে। কানাঞি খুটিয়া সাজিয়াছিলেন নন্দ, আর জগন্নাথমাহিতী সাজিয়াছিলেন যশোদা।

৩১। **পিতামাতা-জ্ঞানে**—ব্রজলীলার ভাবে আবিষ্ট হওয়ায় নন্দ ও যশোদা-জ্ঞানে।

বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ ৩৩
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৪
'কাহাঁ রে রাবণা!' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে' ॥ ৩৫
গোসাঞির আবেশ দেখি লোক চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়জয়' বোলে বারবার ॥ ৩৬
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥ ৩৭
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
দুইভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৮
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে, কেহো নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৯
তবে মহাপ্রভু সবভক্তে বোলাইল।
'গৌড়দেশে যাহ সভে' বিদায় করিল ॥ ৪০
সভারে কহিল প্রভু—প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ ৪১
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান—।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান ॥ ৪২
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪৩
রামদাস-গদাধর আদি কথোজনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে ॥ ৪৪
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৩-৩৪। **বানরসৈন্য হয়**—শ্রীরামের পক্ষীয় বানরসৈন্য সাজিলেন। **হনুমানাবেশে**—হনুমানের ভাবের আবেশে; প্রভু নিজেকে হনুমান মনে করিয়াছিলেন। **গড়ে**—প্রাচীরে। **জগন্মাতা**—সীতাদেবীকে। **হরে**—হরণ করে। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সকল রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনেই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনেরও পূর্ণতা। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপ হইলেন তাঁহার বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বিভিন্ন ভগবন্মন্দিরে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বিগ্রহদর্শনে তত্তৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত তত্তৎ-রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের আনন্দেই প্রভু নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। শ্রীহনুমানের ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রে অভিব্যক্ত রসবৈচিত্রীর সম্যক্ আস্বাদন সম্ভব। প্রভুও তাই শ্রীহনুমানের ভাবে আবিষ্ট হইয়া লঙ্কাবিজয়ের দিনে শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন।

৩৭। **দীপাবলী**—কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা-পার্ব্বণ।

৩৯। **ফলে**—ফল দেখিয়া; উভয়ের গোপন-পরামর্শের ফল দেখিয়া। পরবর্ত্তী পয়ার সমূহের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, গৌড়দেশে কি ভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেই উভয়ে গোপনে বসিয়া পরামর্শ করিয়াছিলেন।

৪১। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসরে। **গুণ্ডিচা**—রথযাত্রা। **আমারে মিলিয়া**—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া।

৪২। **আচার্য্যেরে**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে। **আচণ্ডালাদি**—জাতি-বর্ণ বিচার না করিয়া সকলকেই; চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই।

৪৩। **অনর্গল**—বিঘ্নশূন্য; অবিচারে। **অনর্গল প্রেমভক্তি**—অধিকারী, অনধিকারী, জাতিবর্ণ, উচ্চ নীচ ইত্যাদি বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র প্রেমভক্তি প্রচার করিবে। "প্রেমভক্তি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণভক্তি" পাঠ আছে। অর্গল নাই যাহাতে, তাহা অনর্গল। অর্গল-শব্দের অর্থ কপাটের হুড়কা; যে কপাটে হুড়কা নাই, তাহাকে অনর্গল কপাট বলা যায়। কপাটে হুড়কা না থাকিলে যে কেহই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, কাহারও পক্ষেই কোনওরূপ বাধাবিঘ্ন বা নিষেধ থাকেনা। প্রভুর আদেশের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমভক্তির ভাণ্ডারের কপাট খুলিয়া দিবে, সকলেই যেন ঐ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে পারে; কাহারও জন্যও কোনরূপ বাধাবিঘ্ন যেন না থাকে।

৪৫। এস্থলে "আবির্ভাবে" যাওয়ার কথাই বলিতেছেন। লোক যে উপায়ে সাধারণতঃ একস্থান হইতে

শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন—॥ ৪৬
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহো না দেখিব ॥ ৪৭
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৮
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ ॥ ৪৯
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৫০
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥ ৫১
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যেকালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্যস্থানে যায়, সে সমস্ত সাধারণ উপায়ে না যাইয়া হঠাৎ কোনও একস্থানে প্রকটিত হইয়া কাহারও কাহারও দৃষ্টির গোচরীভূত হওয়াকেই আবির্ভাব বলে। একমাত্র সর্ব্বব্যাপক বিভুবস্তু ভগবানের পক্ষেই এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব; তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানে তো বিদ্যমান আছেনই—তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি কৃপা করিয়া যখন যাঁহাকে দেখা দেন, তখনই সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পান। এইরূপে যদি ভগবান্ কখনও কাহাকেও দর্শন দেন, তখনই বলা হয়, তাঁহার নিকটে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। যেস্থানে ভগবান্ আবির্ভাবে কাহাকেও দেখা দেন, সেই স্থানেও সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, যাঁহাকে তিনি দেখা দিতে ইচ্ছা করেন, কেবল তিনিই দেখেন। **অলক্ষিতে**—অন্যে না দেখে এই ভাবে।

৪৮। **এই বস্ত্র**—শ্রীকৃষ্ণজন্ম-যাত্রার দিনে প্রভু যে জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা। **অপরাধ**—প্রভু বলিতেছেন, "মাতার সেবা ছাড়িয়া আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি, তাতে তাঁহার চরণে আমার অপরাধ হইয়াছে; আমার এই আপরাধের জন্য তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"

৫০। **সেবা ধর্ম্ম**—মাতার সেবাই সন্তানের ধর্ম্ম। **বাতুল**—পাগল।

৫২। **কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর** ইত্যাদি—এই বাক্যটীর দুইটী অর্থ হইতে পারে; একটী যথাশ্রুত অর্থ—বহিরঙ্গ অর্থ; অপরটী গূঢ় বা অন্তরঙ্গ অর্থ। বহিরঙ্গ অর্থটী এই—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর"—সন্ন্যাসে আমার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমার "প্রেম নিজধন"—প্রেমই আমার অভীষ্ট বস্তু। আমার অভীষ্ট বস্তু, আমার লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ; সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যতীতও এই প্রেম-প্রাপক ভজন হইতে পারে; সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণের আমার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সন্ন্যাস গ্রহণ করা আমার বরং অন্যায়ই হইয়াছে; কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করায়—প্রথমতঃ, আমি মাতৃসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, মাতৃসেবাত্যাগের অপরাধ আমার ভজনের অন্তরায় হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসের কঠোরতায় চিত্ত কঠিন হইলে কোমলস্বভাবা ভক্তিদেবীর উপবেশনের অযোগ্য হওয়ার আশঙ্কা আছে। চতুর্থতঃ, সন্ন্যাস সাধারণতঃ মোক্ষকামীরই সাধনপন্থা; মোক্ষকামী শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত। সন্ন্যাসের প্রভাবে মন মোক্ষানুসন্ধিৎসু হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহে থাকিয়া ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ আমার পক্ষে হয়ত সহজ হইত; কারণ, মতৃসেবা-ত্যাগের অপরাধ আমার ভজনের অন্তরায় হইত না। মাতার চরণসেবাদ্বারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে আমার ভজনের আনুকূল্যই হইত। এই অবস্থায় সন্ন্যাসগ্রহণ আমার পক্ষে বাতুলের কার্য্যই হইয়াছে।

গূঢ় বা অন্তরঙ্গ অর্থ এই—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর"—আমার নিজের কাজের জন্য (নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য) সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমার "প্রেম নিজধন—প্রেম আমার নিজ-সম্পত্তি।" নিজমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই গৌর-অবতারের মুখ্য—অন্তরঙ্গ—কারণ। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি-আস্বাদনই গৌরের নিজ

নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যেমধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে॥ ৫৩
নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥ ৫৪
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত।
শাক মোচাঘন্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত॥ ৫৫
লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥ ৫৬
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন॥ ৫৭
নিমাঞি নাহিক ঘরে, কে করে ভোজন ?।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্তরঙ্গ বা গূঢ় উদ্দেশ্য। যে প্রেম দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধভাবে আস্বাদন করেন, সেই প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ এজন্যই শ্রীরাধার প্রেম নিজে অঙ্গীকার করিয়া গৌর হইয়াছেন; ঐ প্রেম এখন গৌরের নিজ-সম্পত্তি। এই প্রেমের দ্বারা যে কোনও স্থানে যে কোনও অবস্থায় শ্রীশ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেন; নবদ্বীপে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ইহা করিতে পারিতেন—সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে আসার প্রয়োজন ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর"—যেহেতু আমার "প্রেম নিজধন"। "শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনই আমার প্রয়োজন, আর প্রেমই সেই মাধুর্য্য-আস্বাদনের উপায়; সেই প্রেম ত আমার আছেই, উহা ত আমার নিজ-সম্পত্তিই; সুতরাং ঐ প্রেম-লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করার আমার কোনও দরকার ছিল না। নবদ্বীপ ছাড়িয়া নীলাচলে আসারও প্রয়োজন ছিল না।" বাস্তবিক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে নিত্য-বিরাজমান; শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীরাধার ভাবে তিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ-কারণ—জীব-উদ্ধার; এই জীব-উদ্ধারের জন্যই তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ, এইজন্যই তাঁহার নবদ্বীপ ছাড়িয়া প্রকটে নীলাচল গমন। আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ছন্ন—ভালমন্দ জ্ঞানশূন্য; পাগলের প্রায়। আমার মনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না বলিয়া, মন তখন হিতাহিত বিচারের ক্ষমতা হারাইয়াছিল বলিয়াই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি (ইহা বাহ্যার্থ)।

গূঢ় অর্থ—**ছন্ন**—প্রচ্ছন্ন, আবিষ্ট; জীব-উদ্ধারের ভাবে আবিষ্ট। যখন আমি সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তখন জীব-উদ্ধারের ভাবেই আমি আবিষ্ট ছিলাম। কিসে কলির জীব সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কিসে ভক্তিবহির্ম্মুখ পড়ুয়া তার্কিকাদি ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিবে—ইহা ভাবিয়াই আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই আমার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি (১।১৭।২৫৪-৫৮)।

৫৩। **আসিমু**—নবদ্বীপে আসিব অর্থাৎ যাইব, (অবশ্য আবির্ভাবে)।

৫৪। **নিত্য যাই** ইত্যাদি—আবির্ভাবে যাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে** ইত্যাদি—মাতাও আমাকে দেখেন, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মানেন না, মনে করেন, তাঁহার চিত্তে আমার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—আমার সম্বন্ধে গাঢ় চিন্তার ফলে আলেয়ার মত যেন আমার রূপ ক্ষণেকের জন্য দেখিতেছেন।

৫৫। প্রভু যে মাতার গৃহে গিয়া ভোজনাদি করেন, একদিনের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। **ভৃষ্ট পটোল**—পটল ভাজা।

৫৬। শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহদেবতা নিত্যসেবিত শালগ্রামকে শ্রীশচীমাতা সমস্ত নিবেদন করিয়া দিলেন।

৫৭-৮। শালগ্রামের ভোগের পরে প্রসাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই নিমাইয়ের কথা শচীমাতার মনে পড়িল। প্রিয়ব্যক্তি যাহা ভালবাসে, তাহার অনুপস্থিতিতে সেই বস্তু দেখিলেই তাহার কথা মনে পড়ে। সেইদিন শচীমাতা যে যে জিনিস শালগ্রাম-রূপী বালগোপালের ভোগে দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহার প্রাণ-নিমাইয়ের খুব প্রিয় জিনিস, তাই সে সমস্ত জিনিস দেখিয়াই নিমাইয়ের কথা মায়ের মনে পড়িল; অমনি তাঁহার চিত্ত হাহাকার করিয়া

শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫৯
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?।
হেন বুঝি বালগোপাল খাইল সব ভাত ॥ ৬০
কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥ ৬১
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাঢ়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল। ৬২
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥ ৬৩
ঈশানদ্বারায় পুন স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৪
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে কৎকণ্ঠা-ক্রন্দন ॥ ৬৫
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ, বাহে নাহি মানে ॥ ৬৬
এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি ॥ ৬৭
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা ॥ ৬৮
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস—।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উঠিল—"কে এসব অন্নব্যঞ্জন খাইবে ? থাকিত যদি নিমাই ঘরে, সে এসব দেখিয়া কত সুখী হইত, কত প্রীতির সহিত বাছা আমার এসব খাইত।" এরূপ ভাবিয়া শচীমাতা কাঁদিতেছেন, আর নিমাইয়ের চিন্তা করিতেছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি শচীমাতার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন; পাত্র শূন্য হইয়া গেল। হঠাৎ শচীমাতার চিন্তাধারা ছুটিয়া গেল, শূন্য পাত্র দেখিয়া ভাবিলেন—এ সব অন্নব্যঞ্জন কি হইল ? কে খাইল ? তবে কি বালগোপাল (শালগ্রামরূপী) সমস্ত খাইয়া ফেলিল ? না কি কোনও জন্তু আসিয়া খাইয়া গেল ? না কি ভুলে আমিই অন্নব্যঞ্জন পাতে লই নাই ?" ইহা ভাবিয়া, উঠিয়া গিয়া পাকপাত্র দেখিলেন; দেখেন—যেমন পাক করিয়াছিলেন, পাকপাত্রে তেমনিই সব জিনিস রহিয়াছে—দেখিয়া তাঁহার মনে সংশয়ও হইল, বিস্ময়ও হইল। যাহা হউক, ভৃত্য ঈশানদ্বারা পুনরায় ভোগের যায়গা লেপাইয়া পুনরায় ভোগ লাগাইলেন।

৬১। **মনঃকথায়**—মনের চিন্তায়।

৬৩। **ভাজন**—পাকপাত্র। **সংশয়**—সন্দেহ। যাহা পাক করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বালগোপালের ভোগে দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে; অথচ পাকপাত্রও অন্নব্যঞ্জনাদিতে পূর্ণ রহিয়াছে; তবে কি পূর্ব্বে তিনি ভোগ দেন নাই ? এরূপ সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইল। আরও কতক্ষণ চিন্তার পরে পূর্ব্বের সমস্ত কথা মনে করিয়া তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি ভোগ দিয়াছেন। ভোগ বাড়ার পরে পাকপাত্র খালিই ছিল; অথচ এখন কিরূপে পাকপাত্র আবার অন্নব্যঞ্জনে পূর্ণ হইয়া গেল ? পূর্ব্ব ভোগের প্রসাদই বা গেল কোথায় ? নিমাইকেও যেন ভোগ-ঘরে একটু একটু দেখিয়াছিলেন বলিয়া—নিমাই অন্নব্যঞ্জন খাইয়াছেন বলিয়া—একটু একটু মনে পড়ে; কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব ? নিমাই তো নীলাচলে ! ইত্যাদি ভাবিয়া শচীমাতার তখন **চমৎকার হৈল মন**—মন বিস্মিত হইয়া গেল। **অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ** ইত্যাদি—প্রভুর কৃপাতেই পাকপাত্রাদি আবার অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ হইয়াছিল। ভগবানের ভোগে যাহা দেওয়া হয়, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তিতে তত্তৎদ্রব্যে আবার ভোগপাত্রাদি পূর্ণ হইয়া থাকে—এইরূপই ভক্তদের বিশ্বাস।

৬৪। **ঈশান**—শচীমাতার গৃহের ভৃত্য।

৬৫। **উৎকণ্ঠা-ক্রন্দন**—উৎকণ্ঠার সহিত ক্রন্দন।

৬৭। **এই বিজয়াদশমীতে**—যে সময়ে প্রভু এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়াদশমীর দিনই ৫৫-৬৪ পয়ারোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। **তাঁহাকে পুছিয়া** ইত্যাদি—প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—

ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরমপবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৭০
আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথাতথা ॥ ৭১
বাড়ীতে কতশত বৃক্ষ, লক্ষলক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭২
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারিচারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭৩
প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥ ৭৪
ভোগের সময়ে পুন ছোলি শঙ্খ করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি ॥ ৭৫
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি ॥ ৭৬
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্র-পূরিত ॥ ৭৭
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৮
কভু শস্য খাঞা পুন পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৯
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইলা লইয়া ॥ ৮০
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র-হাথে সেবক দ্বারেতে রহিল ॥ ৮১
দ্বারের উপর ভিত্ত্যে তেঁহো হাথ দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮২
পণ্ডিত কহে—দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥ ৮৩
সেই ভিতে হাথ দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥ ৮৪
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৫
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরমপবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥ ৮৬
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাহাঁ-যাহাঁ দূরগ্রামে শুনে আছে ভাল ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"পণ্ডিত, তুমি মাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য কিনা। আমি যে নিত্যই মায়ের কাছে গিয়া তাঁহার দেওয়া জিনিস খাই—এসকল কথা বলিয়া, তাহাতে তুমি তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইও। তাহা হইলে মায়ের মনে কিছু সান্ত্বনা আসিবে।" **প্রতীতি**—বিশ্বাস।

৭০। **ইঁহার**—রাঘব-পণ্ডিতের।

৭১। **পাঁচগণ্ডা** ইত্যাদি—সর্ব্বত্রই টাকায় পাঁচ গণ্ডা নারিকেল পাওয়া যায়।

৭৩। **একেক ফলের** ইত্যাদি—চারি আনা দিয়া প্রত্যেকটা নারিকেল কিনিয়া। **দশক্রোশ হৈতে**—বহুদূর হইতেও। যেখানে ভাল জিনিস পাওয়া যায়, তাহা যতদূরেই হউক, কিম্বা তাহার যত মূল্যই হউক, শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য রাঘবপণ্ডিত তাহা আনিবেনই—শ্রীকৃষ্ণে এতই তাঁহার প্রীতি।

৭৫। **শঙ্খ করি**—ছুলিয়া শঙ্খের আকৃতি করিয়া। এস্থলে ডাব-নারিকেলের কথা বলা হইতেছে।

৭৭। **শস্য**—শাঁস; নারিকেল। **সৎপাত্র-পূরিত**—উত্তম পাত্র নারিকেলে পূর্ণ করিয়া।

৮১। **অবসর নাহি**—সেবাসম্বন্ধীয় অন্যকাজে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া সেবকের হাত হইতে তাড়াতাড়ি নারিকেল লওয়ার অবকাশ ছিলনা, নারিকেল লইতে বিলম্ব হইল।

৮১-২। এদিকে সেবক এক হাতে নারিকেল রাখিয়া অপর হাত মন্দিরের উপরের দাওয়ায় একবার রাখিল; সেই হাত তুলিয়া লইয়া সেই হাতেই আবার নারিকেল ধরিল—রাঘবপণ্ডিত মন্দিরের ভিতর হইতে তাহা দেখিলেন।

৮৪। **কৃষ্ণযোগ্য**—শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য।

বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥ ৮৮
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমতে চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥ ৮৯
এইমতে পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরমপবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৯০
কাসন্দী-আদি আচার অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্যসার ॥ ৯১
এইমত প্রেমে সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥ ৯২
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ ॥ ৯৩
শিবানন্দসেনে কহে করিয়া সম্মান—।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৪
পরম উদার ইহো যে-দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৫
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয় ॥ ৯৬
ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমাস্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৭
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া ॥ ৯৮
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া—।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া ॥ ৯৯
গুণরাজখান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়—॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০। **ক্ষীর ও ওদন**—ক্ষীর (দুগ্ধ) ও ওদন (অন্ন)।

৯৪। **সমাধান**—সাংসারিক কাজকর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহ।

৯৫। **পরম উদার**—পরম দাতা ; যে যাহা চাহে, থাকিলে তখনই তাহা দিয়া ফেলেন। **শেষে**—অবশিষ্ট।

৯৬। **কুটুম্ব ভরণ**—স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনাদির রক্ষণাবেক্ষণ। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করিতে না পারিলে, তাঁহাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের সংস্থান করিতে না পারিলে, ভজনে বিঘ্ন জন্মিবার আশঙ্কা আছে। এজন্যই কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের প্রয়োজন। বিলাসিতার জন্য, বা কেবল সঞ্চয়ের জন্যই, সঞ্চয় এই পয়ারের অভিপ্রেত নয়।

৯৭। **ইহাঁর ঘরের** ইত্যাদি—বাসুদেব-দত্তের যাহা কিছু আয় হয়, তোমার হাতেই তাহা রাখিবে; তাঁহার জন্য যাহা যাহা ব্যয় করিতে হয়, তোমার হাতে তোমার বিবেচনামতেই তাহা করিবে। **সরখেল**—সরকার; কার্য্যনির্ব্বাহক। **সমাধানে**—নির্ব্বাহ।

৯৮। **পালন করিয়া**—সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, সকলের পথের খরচাদি দিয়া।

৯৯। **প্রত্যব্দ**—প্রতিবৎসরে। **যাত্রায়**—রথযাত্রায়। **পট্টডোরী**—২।১৪।২৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১০০। **গুণরাজ-খান**—ইঁহার নাম শ্রীমালাধর বসু ; "গুণরাজ-খান" ছিল তাঁহার কোনও এক গৌড়েশ্বর-দত্ত উপাধি। ইঁহার এক পুত্রের নাম শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খান। সত্যরাজ খানের পুত্র হইলেন শ্রীরামানন্দ বসু। এই দুইজনই গৌর-পার্ষদ ছিলেন ; ইঁহাদের নামই পরবর্ত্তী ১০৩ পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। গুণরাজখান "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ, কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নহে ; ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম এবং ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের এবং ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশের তাৎপর্য্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩৯৫ শকে এই গ্রন্থের লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকে শেষ হয় ; সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই গ্রন্থের লেখা শেষ হইয়াছিল। **তাঁহা**—সেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়-নামক গ্রন্থে। **বাক্য প্রেমময়**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুণরাজখানের হৃদয়ের প্রেম-প্রকাশক বাক্য।

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এইবাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ ॥ ১০১
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন রহু দূর ॥ ১০২
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন—॥ ১০৩
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ?।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু ! নিবেদি চরণে ॥ ১০৪
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৫
সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ?।
কে 'বৈষ্ণব' কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥ ১০৬
প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার ॥ ১০৭
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৮
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে ॥ ১০৯
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০১। **নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ**—ইহাই গুণরাজখানের প্রেমময়-বাক্য। এই বাক্যে তিনি নন্দনন্দনকে তাঁর "প্রাণনাথ" বলিয়াছেন; প্রেমের গাঢ়তা না থাকিলে এরূপ উক্তি অসম্ভব। গুণরাজখানের গ্রন্থে এই বাক্যটী দেখিয়া, তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার বংশকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১০২। রামানন্দ-সত্যরাজ খানকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলা হইয়াছে। গুণরাজখানের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া কুলীনগ্রামের পশুপক্ষীও প্রভুর প্রিয়। ভক্ত-পদরজ-পূত স্থানের এমনই মাহাত্ম্য।

১০৫। প্রভু বলিলেন, (১) কৃষ্ণ সেবা, (২) বৈষ্ণবসেবা এবং (৩) নিরন্তর কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন—ইহাই গৃহস্থ-বিষয়ীর সাধন।

১০৭। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব; তিনিই পূজ্য, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ।

১০৮-১০। একবার কৃষ্ণনাম করিলে কিরূপে বৈষ্ণব হয়, তাহা এই তিন পয়ারে বলিতেছেন। (১) একবার কৃষ্ণনাম করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়; (২) নাম হইতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয়; (৩) নাম জিহ্বায় স্পর্শ হওয়া মাত্র আচণ্ডাল সমস্ত প্রাণীকে উদ্ধার করে। (৪) নামে চিত্ত-আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। (৫) নামে দীক্ষা বা পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা নাই এবং (৬) উক্ত ফল-সমূহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিনা চেষ্টায় আনুষঙ্গিক ভাবে সংসারের ক্ষয় হয়।

দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে—শ্রীকৃষ্ণনাম স্বীয় ফল প্রদান করিতে দীক্ষা বা পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা করে না। **দীক্ষা**—উপদেশ। **পুরশ্চর্য্যা**—পুরশ্চরণ; শ্রীগুরুর নিকটে প্রাপ্ত মন্ত্রের সিদ্ধির নিমিত্ত পঞ্চাঙ্গ-উপাসনারূপ যে অনুষ্ঠান, তাহাকে পুরশ্চরণ বলে। প্রত্যহ ত্রিকালীন অর্চ্চনা, প্রত্যহ জপ, প্রত্যহ তর্পণ, প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গই পুরশ্চরণ বলিয়া কীর্ত্তিত। "পঞ্চাঙ্গোপাসনং ভক্তেঃ পুরশ্চরণমুচ্যতে। * * * পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেবচ। হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১৭।৭-৯।

গুরুর নিকট হইতে যথাবিধি মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই দীক্ষা। দীক্ষা ব্যতীত কোনও মন্ত্রই ফলদায়ক হয় না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম দীক্ষাব্যতীতও ফল প্রদান করে। যদি কেহ কাহারও নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া নিজেই কৃষ্ণনাম জপ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও তিনি নামের ফল পাইবেন। পরবর্ত্তী শ্লোকের শেষে আলোচনা দ্রষ্টব্য। পুরশ্চর্য্যাসম্বন্ধেও এই কথা; সাধারণতঃ পুরশ্চরণব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম পুরশ্চরণব্যতীতও ফলদান করিয়া থাকে। **জিহ্বাস্পর্শে**—সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণ না করিলেও—শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বাকে স্পর্শমাত্র করিলেও চণ্ডালপর্য্যন্ত সমস্ত জীবকে উদ্ধার করে। **আনুষঙ্গফল করে** ইত্যাদি—সংসারক্ষয় শ্রীকৃষ্ণনামের

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (২৯)—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ংরসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আকৃষ্টিঃ ইতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগেব জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণ ফলতি ফলবান্ ভবতীত্যর্থঃ। দীক্ষামুপদেশং মনাক্ অল্পমপি ন ঈক্ষতে নাপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। সৎক্রিয়াং সৎকর্ম্ম নেক্ষতে পুরশ্চর্য্যাং মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং ক্রিয়াবিশেষং নেক্ষতে। কথম্ভূতঃ মন্ত্রঃ কৃতচেতসাং পুণ্যাত্মনাং তথা সুমনসাং সাধূনাং আকৃষ্টিঃ প্রেমাশ্রুকম্পাদিকং করোতীত্যর্থঃ। অংহসাং পাপানাং উচ্চাটনং দূরীকরণশীলঃ আচাণ্ডালং তৎপর্য্যন্তং অমূকলোকানাং ক্ষুদ্রলোকানাং সুলভঃ সুষ্ঠু লভনীয়ঃ মুক্তিলক্ষ্ম্যাঃ বশ্যঃ বশয়িতা মুক্তিশ্রিয় ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুখ্যফল নহে; নামোচ্চারণের মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেম; এই প্রেম লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা আকাঙ্ক্ষায় আপনা-আপনিই সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়; আলোকের আগমনে যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়—তদ্রূপ। **চিত্ত-আকর্ষিয়া** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণনাম নাম-গ্রহণকারীর চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় করে। "এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২-২৪॥"

১০৮-১০ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে পদ্যাবলীর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। কৃতচেতসাং (পুণ্যাত্মাদিগের) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষণকারী), সুমহতাং (অতি মহৎ) অংহসাং (পাপ সমূহের) উচ্চাটনং (দূরীকরণশীল), আচাণ্ডালম্ অমূকলোকানাং (চণ্ডাল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রলোক সকলের—অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবসকলের) সুলভঃ (সুলভ—সহজপ্রাপ্য) চ (এবং) মুক্তিশ্রিয়ঃ (মুক্তিসম্পত্তির) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) অয়ং (এই) শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ (শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) নো দীক্ষাং (না দীক্ষাকে) ন চ সৎক্রিয়াং (না সৎক্রিয়াকে বা সদাচারকে) ন চ পুরশ্চর্য্যাং (না পুরশ্চর্য্যাকে) মনাক্ (অল্পমাত্রও) ঈক্ষতে (অপেক্ষা করে), [সঃ মন্ত্রঃ] (সেই মন্ত্র) রসনাস্পৃক্ এব (রসনাস্পর্শমাত্রেই) ফলতি (ফলিত হয়—ফল প্রদান করে)।

অনুবাদ। এই শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম) কোনওরূপ দীক্ষার অপেক্ষা করে না, সদাচারের অপেক্ষা করে না, কিম্বা পুরশ্চরণের অপেক্ষাও করে না; কেবলমাত্র জিহ্বাস্পর্শমাত্রেই ইহা ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই পুণ্যাত্মা লোকদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অতি মহৎপাপ সমূহকে দূরীকৃত করিয়া থাকে; ইহা চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষুদ্রলোকদিগের (কিম্বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবসমূহের) পক্ষেও সুলভ এবং ইহা মোক্ষসম্পত্তিরও বশীকারক বা প্রাপক। ২

কৃতচেতসাং—পুণ্যাত্মালোকদিগের, মহৎ লোকদিগের। **আকৃষ্টিঃ**—আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণনাম পুণ্যাত্মা মহৎ-লোকদিগের পক্ষে আকর্ষণতুল্য; শ্রীকৃষ্ণনাম তাদৃশ লোকদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে—নিজের দিকে (অর্থাৎ নামের দিকে) এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে। তাদৃশ লোকগণ আপনা-আপনিই শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে প্রলুব্ধ হয়। ইহা শ্রীনামের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। **সুমহতাং অংহসাং**—অতিমহৎ পাপসমূহের **উচ্চাটনং**—উৎপাটনকারী; শ্রীনামের অপূর্ব্ব-শক্তিতে মহৎ-পাপও দূরীভূত হয়। "স্তেনঃসুরাপো মিত্রধ্রুগ্‌ব্রহ্মহা গুরুতল্পগা। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥ সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যবহরণং বিষ্ণো র্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ শ্রীঃ ভাঃ ৬।২৯-১০॥ স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, গোহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী নর আছে, তাহাদের সকল পাপেরই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত এই নারায়ণ-নাম; যেহেতু,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই উচ্চারণকারীর সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ মনে করেন—এই নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি আমার লোক, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।" জ্ঞানতঃই হউক, কি অজ্ঞানতঃই হউক, যে কোনও প্রকারে উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই—অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ, সেই নাম সমস্ত পাপকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। "অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোক নাম যৎ। সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ শ্রীঃ ভাঃ ৬।২।১৮॥" **অমূকলোকানাং**—অমূক (যাহারা মূক—বোবা—বাক্‌শক্তিহীন নহে) তাহাদের; বাক্‌শক্তি আছে যাহাদের সুতরাং যাহারা নাম উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে (অথবা ক্ষুদ্রলোকদিগের পক্ষে) এই নাম অত্যন্ত **সুলভঃ**—সুলভ, সহজ। অন্য ভজনাঙ্গের অধিকার বা যোগ্যতা সকলের না থাকিতে পারে; কিন্তু নামগ্রহণে কাহারও বাধা নাই, কোনও অসুবিধা নাই—কেবল বাক্‌শক্তি থাকিলেই যে কেহ শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে—গ্রহণ করিতে—পারে। **মুক্তিশ্রিয়ঃ**—মুক্তি (মোক্ষ) রূপ শ্রী (সম্পত্তি) মুক্তিশ্রী; তাহার **বশ্যঃ**—বশীকারক, প্রাপক। মোক্ষ-কামীরা এই শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেই মোক্ষলাভ করিতে পারে—নামের কৃপায়। শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণের প্রধান সুবিধা এই যে—ইহা দীক্ষার অপেক্ষা রাখে না, সদাচারের অপেক্ষা রাখে না, পুরশ্চরণের অপেক্ষাও রাখে না। যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও ভাবে নাম গ্রহণ করিলেই নামের ফল পাইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদিতে দীক্ষার অপেক্ষা আছে।

নামের এইরূপ অসাধারণ-মহিমার হেতু এই যে—নাম চিদানন্দময়; নাম ও নামীতে কোনওরূপ ভেদ নাই; পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নামও ভগবানের ন্যায় পরম-স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ; তাই ফল-প্রকাশ-বিষয়ে নাম অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—নাম-গ্রহণকারীর চিত্তের অবস্থা, মনের লক্ষ্য, ইত্যাদি কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না; কোনও বিধি-নিষেধের, দেশ-কাল-পাত্রাদিরও অপেক্ষাও রাখে না। "নো দেশ-কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৪॥" নামই কৃপা করিয়া নাম-গ্রহণকারীর অসদাচারাদি দূর করিয়া তাহাকে পরম-পবিত্র করিয়া লইবেন; যেহেতু, নাম নিজেই পবিত্রকর। "চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৩॥" ১।১৭।১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদিতেই বা দীক্ষার অপেক্ষা কেন? শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে এই প্রশ্ন তুলিয়া আলোচনা করিয়াছেন। "নন্থ ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা?—মন্ত্রও ভগবানের নামাত্মকই; মন্ত্রের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্র নমঃ-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, মন্ত্রে শ্রীভগবান্ এবং ঋষিগণ একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন এবং মন্ত্র শ্রীভগবানের সহিত সাধকের নিজের একটা সম্বন্ধপ্রতিপাদক। (এসমস্ত বিশেষত্ব হইতে বুঝা যায়, নাম অপেক্ষা মন্ত্রের সামর্থ্য বেশী)। এক্ষণে, ভগবানের কেবল (পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বাদিহীন কেবল) নামই যখন (দীক্ষাদির) কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত ফল দান করিতে সমর্থ, তখন নাম-অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট মন্ত্রেরই বা দীক্ষার অপেক্ষা থাকিবে কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—"যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদ্ ঋষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসামঞ্জসমিতি। তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি। যথা শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং—বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥ বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা ইতি ॥—(শ্রীকৃষ্ণ-নামের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রাদির পক্ষে দীক্ষার অপেক্ষা) যদিও স্বরূপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্তচিত্ত জনসমূহের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ অর্চ্চনামার্গে কখনও কখনও কোনও কোনও মর্য্যাদাকে স্থাপিত করিয়াছেন (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন)। সে সমস্ত মর্য্যাদার (বিধিনিষেধের) লঙ্ঘনে শাস্ত্র আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। এতদুভয়ের (বিধিনিষেধের অপেক্ষার এবং অপেক্ষাহীনতার) অসামঞ্জস্য নাই। যেস্থলে বিধিনিষেধের বা মর্য্যাদার কোনও অপেক্ষা নাই, তাহার উদাহরণও আছে; রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহের মধ্যে রামমন্ত্রের ফলই অধিক; গাণপত্যাদি মন্ত্র হইতে রামমন্ত্র কোটি কোটি গুণ অধিক। হে বিপ্রেন্দ্র! এই রামমন্ত্র দীক্ষা ব্যতীত, পুরশ্চর্য্যা ব্যতীত এবং ন্যাসবিধি ব্যতীতও জপমাত্রেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকে।"

ইহার পরে মন্ত্রদেব-প্রকাশিকা, তন্ত্র, সনৎকুমার-সংহিতাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন যে—সৌরমন্ত্র, নারসিংহাদি বৈষ্ণবমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, গোপালমন্ত্রাদি সম্বন্ধে সাধ্যসিদ্ধাদি বিচারেরও অপেক্ষা নাই। এবং শ্রীগোপালমন্ত্র যে সকল বর্ণ, সকল আশ্রম এবং স্ত্রীলোকেরও অভীষ্ট ফল দান করে, তৎসম্বন্ধেও (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-স্ত্রী-পুরুষাদির অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধেও) শ্রীজীব প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এইরূপে মর্য্যাদার অপেক্ষাহীনতা দেখাইয়া—ব্রহ্মযামল, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মর্য্যাদার অপেক্ষাও দেখাইয়াছেন। এই উভয়বিধ মতের কোনওরূপ সমাধান শ্রীজীব করেন নাই; সমাধান আছে কিনা, তাহাও বলা যায় না; মতভেদের প্রমাণ মাত্র পাওয়া যায়। তবে শ্রীজীব বলিয়াছেন—উভয়মপি নাসামঞ্জ-সমিতি—এই মতভেদে অসামঞ্জস্য নাই। এইরূপ বলার হেতু বোধ হয় এই যে—দীক্ষাদির অপেক্ষা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও একথা বলেন না যে—দীক্ষাদি গ্রহণ করিলে ক্ষতি হইবে। তাঁহারা বলেন—দীক্ষাদির প্রয়োজন নাই, তবে দীক্ষা গ্রহণাদিতে আপত্তিও তাঁহাদের নাই। কিন্তু যাঁহারা দীক্ষাদি-মর্য্যাদার অপেক্ষা রাখেন, তাঁহারা বলেন—দীক্ষাদির বিধির অপালনে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। উভয়মতের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে—দীক্ষাদি-মর্য্যাদার পালনে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কা কিছু নাই; ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীজীব বলিয়াছেন—উভয় মতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা বুঝা গেল—কেবলমাত্র অর্চ্চন-প্রসঙ্গেই দীক্ষার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের দীক্ষাপ্রকরণেও অদীক্ষিতব্যক্তির মন্ত্রদেবতার্চ্চনে অধিকার জন্মেনা বলিয়াই দীক্ষার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। "দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥ তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ২।৩॥" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও অর্চ্চনপ্রকরণে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে—"অস্মিন্নর্চ্চনমার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়ঃ। ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্ত্তব্যা।—অর্চ্চমমার্গে অবশ্যই বিধির অপেক্ষা রাখিতে হইবে। অর্চ্চনারম্ভের পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহা হইতেও বুঝা গেল—অর্চ্চনার জন্যই দীক্ষার অত্যাবশ্যকতা। কিন্তু অর্চ্চনা নববিধা ভক্তির একটী অঙ্গমাত্র; নববিধা ভক্তির যে কোনও এক অঙ্গের সাধনেই যখন সাধ্যবস্তু লাভ হইতে পারে, তখন অর্চ্চনাঙ্গের অবশ্য-কর্ত্তব্যতাও লক্ষিত হইতেছে না। ভক্তিসন্দর্ভে অর্চ্চনপ্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীও এই কথা বলিয়াছেন—"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চন-মার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব। ২৮৩।—শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু শরণাপত্ত্যাদির যে কোনও এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই—অর্চ্চনব্যতীতও—পুরুষার্থসিদ্ধি হইতে পারে। তথাপি, শ্রীনারদাদি-প্রদর্শিত পন্থার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীগুরুদেব-সম্পাদিত দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে দীক্ষার পরে অর্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবদের ভজন সম্বন্ধানুগ; মন্ত্রদীক্ষাদ্বারা অভীষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া শ্রীজীবও উদ্ধৃত বচনসমূহে বলিয়াছেন; সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণান্বিত গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছু থাকিতে পারে না, বরং ইষ্টের সম্ভাবনাই বেশী।

কিন্তু যদি কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনদ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাধকের অভীষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এই প্রমাণ বলে, নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্ট সম্বন্ধের অনুরূপ চিন্তাদ্বারা সেই সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেও পারে। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করার পরেই শ্রীরাধারমণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীভাবে ভজন করার নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের ইচ্ছা হইল; তৎপূর্ব্বে—এমন কি তাহার পরেও—কান্তাভাবের অনুরূপ কোনও মন্ত্রে তাঁহাদের দীক্ষার কথা জানা যায় না; কিন্তু তাঁহারা যে গোপীভাবে গোপীজনবল্লভের সেবা পাইয়াছিলেন, ইহাও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা হইতে বুঝা যায়, গোপীভাবের অনুকূল চিন্তা দ্বারাই ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। শ্রুতিগণের দীক্ষার কথাও জানা যায় না; অথচ তাঁহাদের গোপীভাবের আনুগত্যে সাধনের কথা জানা যায়; সম্ভবতঃ তাঁহারাও ভাবানুকূল চিন্তাদ্বারাই গোপীভাবের অনুকূল সেবা পাইয়াছিলেন। এসমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা মনে হয়—স্বীয় ভাবানুরূপ সিদ্ধদেহে স্বীয় অভীষ্ট লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চিন্তাই ভাবানুকূল সেবাপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ লীলা।" যাঁহাদের দীক্ষা আছে, গুরুদেব তাঁহাদের সিদ্ধদেহের দিগ্ দর্শন দিয়াছেন; আর যাঁহারা দীক্ষার অপেক্ষা স্বীকার করেন না, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের ন্যায় কিম্বা শ্রুতিদিগের ন্যায় তাঁহারা নিজেরাই শাস্ত্রানুসারে ভাবানুকূল সিদ্ধদেহ কল্পনা করিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। এই যুক্তির বলে এবং "শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেও স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই"—শ্রীজীবের এই (ভক্তিসন্দর্ভ। ২৮৪) উক্তির বলে কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে—অর্চ্চনার জন্যই যখন দীক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং অর্চ্চন ব্যতীতও যখন পরম-পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিলষিত সম্বন্ধও স্থাপিত হইতে পারে, তখন দীক্ষার আর কোনও প্রয়োজনীয়তাই নাই। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কথার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে—"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।" জীবের মায়ামলিন চিত্তের মলিনতা দূর করার নিমিত্ত, বহির্ম্মুখ চিত্তকে অন্তর্ম্মুখ করার নিমিত্ত, নানাদিকে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ভজনবিষয়ে কেন্দ্রীভূত করার নিমিত্ত কোনও নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপার প্রয়োজন; যদি উপযুক্ত গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপাতেই বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভজন-বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকতা না থাকিলেও বিষয়-বিক্ষিপ্তচিত্তকে ভজনীয় বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করার সুবিধা হইবে ভাবিয়াই শ্রীজীবও অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠানের এবং তন্নিমিত্ত দীক্ষা গ্রহণেরও পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ভক্তিসন্দর্ভ (২৮৪) বচনেই দৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ এজন্যই স্বয়ং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও জীবজগতে ভজনাদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চৌষট্টি-অঙ্গ-ভক্তির প্রসঙ্গে গুরুপদাশ্রয়ের উপদেশও দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ সম্বন্ধে যে দীক্ষাদির কোনও অপেক্ষাই নাই, তাহা বলাই বাহুল্য; "আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং"-শ্লোকই ইহার প্রমাণ এবং এই শ্লোকটী শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীই পদ্যাবলীতে সংগৃহীত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা শ্রীরূপের অনুমোদিত এবং শ্রীজীবও যখন অর্চ্চনাঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র দীক্ষার অবশ্যকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, তখন ইহা যে শ্রীজীবেরও অনুমোদিত তাহাও বুঝিতে হইবে; বিশেষতঃ "কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি।" ইত্যাদি বাক্যে—পরমপুরুষার্থদান করার পক্ষে শ্রীভগবন্নাম যে দীক্ষাদির কোনও অপেক্ষা রাখে না, শ্রীজীব তাহা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। আর এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশ

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥ ১১১
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিনজন ॥ ১১২
মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন—।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১৩
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তাহার তনয় ?।
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ১১৪
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র, এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫
আমাসভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা, আমার নিশ্চিতে ॥ ১১৬
শুনি হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সে-ই গুরু হয় ॥ ১১৭
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮
ভক্তগণে কহে—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম—যেন দগ্ধ হেম ॥ ১১৯
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ? ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিচ্ছেদের ১০৮-১১০ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই উক্তি ; শ্রীভগবন্নাম যে দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা রাখে না, ইহা মহাপ্রভুরই কথা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তপনমিশ্রকে নামকীর্ত্তনের উপদেশই দিয়াছিলেন, মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার কথা জানা যায় না। দক্ষিণ ভারতে ও পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকালে প্রভু যে অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাহাও কেবল হরিনামদ্বারাই—মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা নহে। আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে মন্ত্রদীক্ষার ন্যায় যে নামদীক্ষারও একটা রীতি প্রচলিত হইয়াছে, সেই রীতিতেও প্রভু কাহাকেও নামদীক্ষা দেন নাই—কেবল মুখেই হরিনাম করার উপদেশ দিয়াছেন ; তবে এই উপদেশের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, প্রভু সকলের মধ্যে একটা কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ; এই শক্তির প্রভাবেই সকলের মধ্যে নামের ফল শীঘ্র শীঘ্র প্রকটিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীহরিনাম-গ্রহণবিষয়েও যদি কোনও নিষ্কিঞ্চন পরমভাগবত মহাত্মার কৃপালাভ করা যায়, তাহা হইলে নামের ফল যে শীঘ্র শীঘ্রই অনুভবযোগ্য হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১১১। অতএব—১০৮-১০ পয়ারোক্ত হেতুবশতঃ, যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহাকেই খুব সম্মান করিবে।

১১২। খণ্ডের—শ্রীখণ্ডের। মুকুন্দদাসের পুত্র ছিলেন শ্রীরঘুনন্দন।

১১৬। রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে ; তাই প্রাকৃতদেহের জন্মদাতা বলিয়া আমি তাহার পিতা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রঘুনন্দনই আমার পিতা।

পিতা-শব্দের অর্থ পালনকর্ত্তা ; যিনি কৃষ্ণভক্তি দান করেন, জন্ম-মৃত্যু-আদি হইতে রক্ষা করিয়া একটা নিত্য-শাশ্বত দেহলাভের উপায় করিয়া দেন বলিয়া তিনিই প্রকৃত পালনকর্ত্তা বা পিতা। মুকুন্দদাসের পূর্ব্বেই রঘুনন্দনের কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে ; সুতরাং মুকুন্দদাসের পূর্ব্বেই তাঁহার ভাগবত-জন্ম (২।১১।১২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) লাভ হইয়াছে ; তাই ভক্তির দিক্ দিয়া রঘুনন্দনই মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ; আবার, রঘুনন্দন হইতে মুকুন্দের কৃষ্ণভক্তি লাভ হওয়ায় রঘুনন্দন হইতেই মুকুন্দের ভাগবত-জন্ম লাভ হইল—রঘুনন্দনই মুকুন্দের ভাগবত-জন্মদাতা ; তাই ভক্তির দিক্ দিয়া রঘুনন্দনই মুকুন্দের পিতা—ভাগবত-জন্মদাতা পিতা এবং পালনকর্ত্তা পিতা।

১১৭। বাস্তবিক, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি বা মুক্তির কোনও উপায় পাওয়া যায় না, লৌকিক হিসাবে তিনি গুরু হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরু নহেন। "গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ শ্রী. ভা. ৫।৫।১৮॥"

১২০। রাজবৈদ্য—রাজার—গৌড়েশ্বরের—চিকিৎসক।

একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥ ১২১
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী।
রাজার শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥ ১২২
ময়ূর-পুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥ ১২৩
রাজার জ্ঞান—রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥ ১২৪
রাজা কহে—ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি?।
মুকুন্দ কহে—অতিবড় ব্যথা নাহি পাই॥ ১২৫
রাজা কহে—মুকুন্দ! তুমি পড়িলা কি লাগি?।
মুকুন্দ কহে—মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥ ১২৬
মহা-বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে॥ ১২৭
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট-তীরে॥ ১২৮
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ-অবতংসে॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২১। **ম্লেচ্ছরাজার**—গৌড়ের মুসলমান রাজার। **টুঙ্গী**—উচ্চমঞ্চবিশেষ। **চিকিৎসার বাত**—রাজার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কথা। **তাহার অগ্রেতে**—রাজার সম্মুখে।

১২২। **আড়ানী**—বড় পাখা (বাতাস করার জন্য); ব্যজন। **শিরোপরি**—মাথার উপরে।

১২৩। ময়ূরপুচ্ছে কৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়া (অথবা ময়ূরপুচ্ছ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার ময়ূরপুচ্ছের স্মৃতিতে) মুকুন্দের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হইল; তাহাতে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত-অবস্থায় নীচে পড়িয়া গেলেন।

১২৬। **মৃগী**—মূর্চ্ছা। আত্মগোপনের জন্য মুকুন্দ বলিলেন যে, তাঁহার মৃগীরোগ আছে; তাহাতে মাঝে মাঝে তাঁহার হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়। ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"অন্যবোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া॥"—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার-স্থলে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়:—"রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি কারণে। ইহার আমাতে তুমি কহিবা কারণে॥ মুকুন্দ কহে এক মোর আছে ব্যাধি মৃগী। আমার শরীরে সেই ব্যাধি হয় ভোগী॥" ব্যাধি হয় ভোগী—সেই ব্যাধি আমার দেহে ভোগ করে।

১২৭। **মহাবিদগ্ধ**—মহাপণ্ডিত। **সব বাত জানে**—সর্ব্বজ্ঞ; মূর্চ্ছারোগের লক্ষণাদি জানেন; তাহাতে বুঝিলেন, মুকুন্দের মূর্চ্ছারোগ নাই। ইহাও বুঝিলেন, ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দীপনেই মুকুন্দের মূর্চ্ছা হইয়াছে। "সববাত" স্থলে "সর্ব্বতত্ত্ব" পাঠও কোনও গ্রন্থে আছে।

মুকুন্দেরে হৈল ইত্যাদি—মকুন্দ একজন সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ, এই রূপই রাজার বিশ্বাস জন্মিল।

১২৯। **ফুটে**—ফুল ফুটে। **অবতংস**—কর্ণভূষণ। মুকুন্দের ভক্তির মহিমায় সেই কদম্ববৃক্ষে বৎসরের মধ্যে প্রত্যহই ফুল ফুটিয়া থাকিত এবং মুকুন্দও প্রত্যহ দুইটী কদম্বফুল আনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের কর্ণভূষণরূপে পরাইয়া দিতেন।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবানের বড়ই আনন্দ এবং আগ্রহ; প্রত্যহ কদম্বফুল দিয়া তাঁহার সেবিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে সাজাইবার নিমিত্ত মুকুন্দের বলবতী ইচ্ছা ছিল; তাহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পুষ্করিণীতীরস্থ কদম্ব-গাছটীতে নিত্যই ফুল ফুটাইয়া রাখিতেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২॥—যাঁহারা অনন্যচিন্তাপরায়ণ হইয়া আমার উপাসনা করেন, সেই সমস্ত নিত্যাভিযুক্ত ভক্তদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি। নিত্যাভিযুক্ত—পণ্ডিত, অথবা নিত্যসংযোগস্পৃহাবান্। যোগ—ধ্যানাদিলাভ। ক্ষেম—শরীরপোষণভার। চক্রবর্ত্তী।" অথবা,

মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর বচন—।
তোমার যে কার্য্য—ধর্ম্মে ধন-উপার্জ্জন ॥ ১৩০
রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অন্যত্র নাহি মন ॥ ১৩১
নরহরি! রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিনজনে ॥ ১৩২
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুইভাই।
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩
দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম-সম ॥ ১৩৫
সার্ব্বভৌম! কর দারু-ব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি! কর জল-ব্রহ্মের সেবন ॥ ১৩৬
মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ—॥ ১৩৭
পূর্ব্বে আমি ইহাঁরে লোভাইল বারবার।
"পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮
স্বয়ংভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময় ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

এই কদম্ববৃক্ষটীও হয়তো সাধারণ বৃক্ষ নহে। কোনও পরম-ভাগবতই হয়তো ফুলের দ্বারা নিত্য ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য সাধন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করার উদ্দেশ্যেই কদম্ব-বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

১৩০। ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন—ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া, সাধন-ভজনের অনুকূলভাবে বা অপ্রতিকূলভাবে ধন উপার্জ্জন। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করিয়া, ভজনাঙ্গকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া যে ধন উপার্জ্জন, তাহাকে "ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন" বলা যায় না; কারণ ইহা ভক্তিবিরোধী; ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিবাসনা ব্যতীত—ধনোপার্জ্জনের বাসনাদি—অন্য যে কোনও বাসনা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান থাকিলেই তাহা ভক্তিবিরোধী হইবে; যেহেতু, কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। ২।১৯।১৪০-৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। লাভ-পূজাদিকে প্রভু ভক্তিলতার উপশাখাই বলিয়াছেন। ২।১৯।১৪১ ॥

প্রভু মুকুন্দকে বলিলেন—"তুমি ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন করিও; ইহাই তোমার কার্য্য।"

১৩২। মুকুন্দের কার্য্য—ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন; রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবা (গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহসেবার উপলক্ষ্যে); আর নরহরির (সরকার-ঠাকুরের) কার্য্য—ভক্তসঙ্গে থাকা; ভক্তসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকথার আলোচনা করা।

১৩৪। দারু-জলরূপে—দারুরূপে ও জলরূপে; দারুরূপে অর্থাৎ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথরূপে; জলরূপে অর্থাৎ শ্রীগঙ্গারূপে। **দরশনে স্নানে**—দারুব্রহ্ম দর্শন দিয়া এবং জলব্রহ্ম স্নান করাইয়া জীবকে উদ্ধার করেন।

১৩৮। পূর্ব্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে। **লোভাইল**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের লোভ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। (মুরারিগুপ্ত রাম-উপাসক ছিলেন)।

পরম মধুর ইত্যাদি—হে গুপ্ত! ব্রজেন্দ্র-নন্দন পরম-মধুর।

কি কথা বলিয়া প্রভু মুরারিগুপ্তের লোভ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ১৩৮-৪২ পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

১৩৯। সর্ব্ব-অংশী—অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল অংশী; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শ্রীরামাদি অন্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, সমস্ত অপ্রাকৃত ধামের এবং অপ্রাকৃত ধামস্থ পরিকরাদির এবং সমগ্র প্রাকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয় বা আধার। **সর্ব্বরসময়**—সমস্ত রসের আধার বা প্রতিমূর্ত্তি; অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

বিদগ্ধ-চতুর-ধীর-রসিকশেখর।
সকল-সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর ॥ ১৪০
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে করে যেঁহো লীলা রাস ॥ ১৪১
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণবিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥” ১৪২
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ ১৪৩
আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর ॥ ১৪৪
এত বলি ঘরে গেলা, চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে ॥ ১৪৫
“কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ?।
আজি রাত্রে রাম! মোর করাহ মরণ ॥” ১৪৬
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ ॥ ১৪৭
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন—॥ ১৪৮
রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, মনে পাঙ্ ব্যথা ॥ ১৪৯
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায় ? ১৫০
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥ ১৫১
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৫২
‘সাধুসাধু’ গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৩
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায় ॥ ১৫৪
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারেবারে ॥ ১৫৫
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল ? ॥ ১৫৬
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন ॥ ১৫৭
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন ॥ ১৫৮
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া—॥ ১৫৯
জগৎ তারিতে প্রভু! তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥ ১৬০
করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময়।
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪০। **সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর**—সমস্ত সদ্‌গুণ রূপ রত্ন-সমূহের আকর (মূল আধার)।

১৪১। **চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে** ইত্যাদি—রাসলীলায় যিনি স্বীয় চাতুর্য্য ও বৈদগ্ধীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

১৪২। **কৃষ্ণ বিনা** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ব্যতীত অন্যের উপাসনায় আমার মন প্রসন্ন হয় না। শ্রীরামচন্দ্রে মুরারিগুপ্তের নিষ্ঠা পরীক্ষার ছলে জীবকে ইষ্ট-নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার নিমিত্তই প্রভু এসকল কথা বলিয়াছেন।

১৪৩। **আমার গৌরবে**—আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ।

১৫৩। **সাধু সাধু**—উত্তম উত্তম।

১৫৪। **প্রীতি চাহি**—প্রীতি হওয়া উচিত। **প্রভু ছাড়াইলে**—প্রভু সেবককে পদ হইতে ছাড়াইয়া দিলেও সেবক যেন সেই পদ না ছাড়ে, প্রভুপদে সেবকের এইরূপ প্রীতি থাকা উচিত।

১৫৬। মুরারিগুপ্ত পূর্ব্বলীলায় হনুমান ছিলেন।

১৫৭। **জীবন**—প্রাণ।

১৫৯। **দত্ত**—বাসুদেব দত্ত।

জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু! দেহ মোর শিরে॥ ১৬২
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভব-রোগ॥ ১৬৩
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা—॥ ১৬৪

তোমার এই চিত্র নহে, তুমিত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥ ১৬৫
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি-বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥ ১৬৬
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সভার উদ্ধার॥ ১৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬২-৬৩। জীবের সংসার-দুঃখ দেখিয়া বাসুদেব-দত্তের হৃদয় গলিয়া গেল; সমস্ত জীবের সমস্ত পাপ নিজে গ্রহণ করিয়া তিনি নরকভোগ করিতে প্রস্তুত—তাহাদের যেন আর কষ্টভোগ করিতে না হয়, তাহাদের যেন আর নরকভোগ করিতে না হয়; তাহারা সকলে যেন সংসারবন্ধন হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

প্রভুর চরণে বাসুদেবদত্ত এইরূপ মিনতি জানাইলেন।

১৬৫। চিত্র—বিচিত্র।

প্রভু বলিলেন—"বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; কারণ, তুমি তো সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ; তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ আছে।"

বাসুদেব দত্ত পূর্ব্ব লীলায় প্রহ্লাদ ছিলেন।

নৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদও ভবনদীতে পতিত সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন—"এবং সকর্ম্মপতিতং ভববৈতরণ্যামন্যোঽন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্। পশ্যন্ জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং হন্তেতি পারচরং পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥ শ্রী. ভা. ৭।৯।৪১॥"—ইত্যাদি বাক্যে স্ব-স্ব-কর্ম্মফলে সংসাররূপ বৈতরণী মধ্যে পতিত জীবসমূহের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ—ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি চাইনা। শ্রীভা, ৭।৯।৪৪॥" নিজের উদ্ধারের সঙ্গে অন্য সকলের উদ্ধারই প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া—ভবসমুদ্রে ফেলিয়া রাখিয়া—নিজের উদ্ধার তিনি চাহেন নাই। ধ্বনি এই যে, অন্য সকল যদি উদ্ধার না পায়, তিনিও তাহাদের সঙ্গে সংসারেই থাকিবেন। সকলের উদ্ধার-কামনার দিক্ দিয়া প্রহ্লাদের সঙ্গে বাসুদেব দত্তের সাম্য আছে; তাই প্রভু বাসুদেবকে বলিয়াছেন—"তুমি তো প্রহ্লাদ, সমস্ত জীবের উদ্ধার-কামনা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; পূর্ব্বলীলায়ও তুমি এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলে।" কিন্তু অন্য বিষয়ে প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বাসুদেব দত্তের এক অপূর্ব্ব উৎকর্ষ আছে। সকলের পাপ মস্তকে বহন করিয়া বাসুদেব নরক ভোগ করিতেও যে প্রস্তুত, তাহা প্রভুর নিকটে জানাইয়াছেন; তিনি সকলের উদ্ধার চাহিয়াছেন, নিজের উদ্ধার চাহেন নাই। কিন্তু সকলের সঙ্গে নিজেরও উদ্ধার প্রহ্লাদের অনভিপ্রেত ছিলনা; সকলের কর্ম্মফলের জন্য সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি নরক ভোগ করিবেন, সকলে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক—একথা প্রহ্লাদ বলেন নাই; কিন্তু বাসুদেব বলিয়াছেন। এ স্থলেই বাসুদেবের পরম-বৈশিষ্ট্য। এই অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যের হেতু বোধ হয় এই। গৌর-স্বরূপে ভগবানের করুণার যে অপূর্ব্ব সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, অন্য স্বরূপে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। তাই গৌর-স্বরূপের পার্ষদ-ভক্তের মধ্যেও জীবের প্রতি করুণার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ।

১৬৬। ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তিবিনু—সেবকের বাসনা পূরণ করা ব্যতীত। **অন্যকৃত্য**—অন্যকার্য্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥"—ইহাই শ্রীভগবদুক্তি (পদ্মপুরাণ)।

১৬৭। ব্রহ্মাণ্ডজীবের—ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবের।

বিনাপাপভোগে—ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণেরও আর তাহাদের পাপের ফলভোগ করিতে হইবে না এবং

অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।

তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল ? ১৬৮

তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ১৬৯

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-

বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।

কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র তত্র সর্ব্বেশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রেতি। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ইতি চ শ্রীগীতাভ্যঃ। শ্রীজীব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমাকেও তাহাদের পাপগ্রহণ করিয়া নরকে যাইতে হইবে না (তাহাদের হইয়া তোমাকেও পাপভোগ করিতে হইবে না)।

১৬৮। **অসমর্থ নহে**—পাপভোগ ব্যতীত উদ্ধার করিতে অসমর্থ নহেন। **ধরে সর্ব্ববল**--তিনি সর্ব্ব-শক্তিধারী। **তোমাকে বা** ইত্যাদি—তোমাকেই বা ব্রহ্মাণ্ডবাসীর পাপের ফল ভোগ করাইবেন কেন ?

১৬৯। ভোগব্যতীত কর্ম্মফলের নিবৃত্তি হইতে পারে না, সুতরাং পাপভোগব্যতীত কিরূপে জীবগণ উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন।

বাসুদেবদত্ত পরম বৈষ্ণব ; কোনও পরম বৈষ্ণব যদি কাহারও মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও বৈষ্ণব হইয়া যায় ; কারণ, ভক্তের ইচ্ছানুসারে ভক্তবৎসল ভগবান্ তখনই তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন। যিনি বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার সমস্ত পাপ ভোগ না করাইয়াই দূরীভূত করাইয়া দেন। বাসুদেবদত্ত যখন ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, তখন সকলেই বৈষ্ণব হইয়া গেলেন ; সুতরাং ভোগ্যব্যতীত সকলের পাপই ভগবান্ দূরীভূত করিয়া দিবেন।

মহাপুরুষের কৃপা হইলে এইভাবেই জীবের মায়াবন্ধন ঘুচিয়া যায়।

কৃষ্ণ যে বৈষ্ণবের পাপ দূরীভূত করেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অহো যঃ (যিনি) ইন্দ্রগোপং (ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীটকে) অথবা (অথবা) ইন্দ্রং (দেবরাজ ইন্দ্রকে) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনং (নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগের পাত্র) আতনোতি (করিয়া থাকেন), কিন্তু চ (কিন্তু যিনি) ভক্তিভাজাং (ভক্তগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকলকে) নির্দ্দহতি (নিঃশেষ-রূপে দগ্ধ করেন—বিনাশ করেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। যিনি ইন্দ্রগোপ-নামক সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ কীটবিশেষ অথবা দেবরাজ ইন্দ্র (অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত) সকলেরই নিজ-কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি ভক্তগণের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিঃশেষরূপে বিনাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৩

ভক্তদিগের (বৈষ্ণবদিগের) কর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ পাপ-পুণ্যাদি) যে শ্রীকৃষ্ণ নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া দেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥ ১৭০
এক উড়ুম্বর-বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭১
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয় ॥ ১৭২
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৩
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই 'কারণাব্ধি' যার নাম ॥ ১৭৪
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭১-৭৩। উড়ুম্বরবৃক্ষ—ডুমুর গাছ। **বিরজা**—কারণ-সমুদ্র। একটী ডুমুর-গাছে যেমন কোটি কোটি ফল ধরে, সেইরূপ এক বিরজাতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। ডুমুর-গাছের কোটি কোটি ফলের মধ্যে একটী ফল পড়িয়া যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাতে যেমন গাছের কোনও অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একটী ব্রহ্মাণ্ড যদি উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের কোনও ক্ষতিই নাই।

অল্পহানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়—অল্পমাত্র হানি হইয়াছে বলিয়াও কৃষ্ণের মনে হয় না, অর্থাৎ কোনও হানিই হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই এসকল কথা বলা হইতেছে; বাস্তবিক, এক ব্রহ্মাণ্ড কেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবমণ্ডলী একই সময়ে উদ্ধার লাভ করিয়া গেলেও ভগবানের হানি কিছুই নাই; ইহাতে বরং তাঁহার আনন্দই হইবার কথা; কারণ, জীব-নিস্তারের জন্যই তাঁহার সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা; "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।৩।২।৫॥"

১৭৪। অনন্ত ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি—বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বৈচিত্রী। এই সকল চিন্ময় ধামের বাহিরে চিন্ময় ধামসমূহকে বেষ্টন করিয়া পরিখার আকারে কারণার্ণব অবস্থিত।

গড়খাই—পরিখা; কোনও বাড়ী বা স্থানের চারি পার্শ্বে খালের মত জলপূর্ণ গর্ত্তকে গড়খাই বলে। **কারণাব্ধি**—কারণার্ণব; কারণসমুদ্র।

১৭৫। তাতে—কারণার্ণবে। **মায়া লঞা** ইত্যাদি—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া মায়া সেই কারণার্ণবে ভাসে।

মায়া—১।২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **রাই**—সরিষা। **রাইপূর্ণ ভাণ্ড**—মায়াই সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া এবং সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার বিকার বলিয়া মায়াকে রাইপূর্ণ ভাণ্ড (অর্থাৎ রাইপূর্ণ ভাণ্ডের তুল্য) বলা হইয়াছে।

১।৫।৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, "মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥" অথচ ২।১৫।১৭৫ পয়ারে বলা হইল, কারণাব্ধিতে মায়া ভাসিতেছে—ইহার তাৎপর্য্য কি? বস্তুতঃ, জড়-মায়া চিন্ময়-কারণাব্ধিকে স্পর্শ করিতে পারে না (১।৫।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং মায়ার বিকার স্থূলব্রহ্মাণ্ড কারণ-সমুদ্রে ভাসিতেও পারে না। কারণসমুদ্রের এক তীরে চিন্ময় পরব্যোম, অপর তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। মধ্যস্থলে বহু বিস্তৃত নদীর ন্যায় কারণার্ণব অবস্থিত; তাই ইহার অপর নাম বিরজা নদী। বিস্তৃত নদীর একতীরে অবস্থিত বস্তুকে অপর তীর হইতে—অথবা নদী মধ্যস্থ কোনও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে—দেখিলে যেমন নদী গর্ভে ভাসমান বস্তু বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ, প্রভু যখন মানসচক্ষুতে বহুদূর হইতে বিরজা-তীরস্থিত প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন (তাহাদের কথা মনে করিলেন), তখন তাঁহারও মনে হইল যেন—(বিরজার বিস্তৃতির তুলনায়) ঐসকল (অতি ক্ষুদ্র) ব্রহ্মাণ্ড যেন (সর্ষপের ন্যায়ই) বিরজাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ অর্থ না করিলে ১।৫।৪৯ পয়ারোক্তির সহিত ২।১৫।১৭৫ পয়ারোক্তির সঙ্গতি থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ১৭০-১৭৮ পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, সমস্তই রূপকের সাহায্যেই প্রকাশ করা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত রূপকমূলক ব্যাখ্যা

তার এক-রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥ ১৭৬
সব-ব্রহ্মাণ্ড-সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥ ১৭৭
কোটিকামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে?॥ ১৭৮

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)—
জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ৪॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জয় জয়েতি। ভো অজিত! জয় জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু আদরে বীপ্সা। কেন ব্যাপারেণ? অগজগদোকসাং অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি চ ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষামজাং অবিদ্যাং জহি নাশয়। কিমিতি গুণবতী হন্তব্যেত্যত আহুঃ—দোষগৃভীতগুণাং দোষায়ানন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গুণা যয়া তাম্ "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" ইতি ভকারঃ ইয়ং হি স্বৈরিণীব পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্ণাত্যতো হন্তব্যেতি তর্হি ময়্যপি দোষমাবহেদিতি মমাপি তত্র কা শক্তিঃ স্যাদত আহুঃ—ত্বমিতি। যদ্যস্মাত্ত্বমাত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সম্প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃতমায়ত্বাদিতি ভাবঃ। নন্নু স্বয়মেব তে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা কিং ন হন্যুরিত্যত আহুঃ—অখিলশক্ত্যববোধকেতি। তেষাং ত্বমেবান্তর্য্যামী সর্ব্বশক্ত্যুদ্বোধকঃ অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতি ভাবঃ। নন্বহমকুণ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণো জীবানাং কর্ম্মজ্ঞানাদিশক্ত্যববোধনেন অবিদ্যাহন্তেত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেদহমেব প্রমাণমিত্যাহ, নিগমো বেদঃ, নন্বেবম্ভূতে ময়ি কথং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—ক্বচিদিতি। কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তো নিত্যং চালুপ্তভগতয়া সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসেনাত্মনা চ চরতো বর্ত্তমানস্য নিগমোঽনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। য আত্মনি তিষ্ঠন্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি নিগমকদম্বস্ত্বামেবম্ভূতং প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ॥ স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এস্থলে অসমীচীন হইবে বলিয়াও আশঙ্কা করা যায় না। এইরূপ অর্থে **তাতে ভাসে মায়া**—এস্থলে **ভাসে** অর্থ হইবে—যেন ভাসে, ভাসে বলিয়া মনে হয়।

১৭৬-৭৮। এক অণ্ডনাশে—একটী ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইলে; একটী ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ উদ্ধার পাইয়া গেলে। **অপচয়**—ক্ষতি। **কোটিকামধেনুপতির**—যাঁহার কোটি কোটি কামধেনু আছে, তাঁহার।

কোটি কামধেনুর তুলনায় একটা ছাগী যেমন অতি তুচ্ছ, তদ্রূপ ভগবানের চিন্ময়-ঐশ্বর্য্যের বিলাসরূপ পরব্যোমাদি-অপ্রাকৃত ধামসমূহের তুলনায় সমগ্র মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড অতি তুচ্ছ। কোটিকামধেনুপতির একটা ছাগী মরিয়া গেলে যেমন তাঁহার কোনও ক্ষতিই হয় না, তদ্রূপ পরব্যোমাদি-চিন্ময় রাজ্যের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণেরও—সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার পাইয়া গেলেও ক্ষতি নাই।

ষড়ৈশ্বর্য্য-পতিকৃষ্ণের ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস-বিশেষ; এস্থলে ষড়ৈশ্বর্য্য-পতি-শব্দে তিনি যে চিচ্ছক্তির অধিপতি, তাহাই সূচিত হইতেছে; তাঁহার চিচ্ছক্তিই তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের এবং সমগ্র বৈভবের একমাত্র হেতু; মায়িক-বৈভবের হেতুও তাঁহার চিচ্ছক্তিই; চিচ্ছক্তির প্রভাবেই মায়ার প্রভাব—দৃষ্টিদ্বারা ভগবান্ যখন মায়াতে শক্তিসঞ্চার করেন, তখনই মাত্র মায়া স্বীয় কার্য্যের উপযোগিনী শক্তি লাভ করিয়া থাকে; ভগবান্ মায়াতে শক্তিসঞ্চার না করিলে মায়া কিছুই করিতে পারে না। মায়া যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও ভগবানের চিচ্ছক্তি এবং চিচ্ছক্তি-সম্ভূত ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সমস্ত বৈভবই তাঁহার থাকিবে; সুতরাং মায়ার অভাব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের কিছু আসিয়া যায় না। ইহাই এই পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ মায়া নিত্য, ভগবৎ-শক্তি; সুতরাং মায়ার স্বরূপতঃ না থাকার প্রশ্নই উঠেনা। নিত্য বলিয়া মায়া সর্ব্বদাই থাকিবে, মায়ার বিনাশও কিছুতেই হইতে পারেনা; তবে জীবের উপর তাহার প্রভাব ভগবৎ-কৃপায় বিনষ্ট হইতে পারে। ১৭৭-পয়ারে যে মায়ার ক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—মায়ার প্রভাবের ক্ষয়। ভগবান্ যে মায়ার অপেক্ষা রাখেন না, তাহা ব্যক্ত করাই এই (১৭৮)-পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। ২।২০।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭১-৭৩ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। এসমস্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিমূলক উক্তির স্থূল মর্ম্ম এই যে—এক ব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা, অনায়াসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার সাধন করিতেও তিনি সমর্থ—যেহেতু তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পতি, মায়াশক্তিরও অধীশ্বর; মায়ার অধীশ্বর বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ এবং এ কাজ তিনি ব্যতীত আর কেহ করিতেও পারে না; কারণ, অপর কাহারও মায়ার উপর কোনও কর্ত্তৃত্বই নাই।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অজিত (হে অজিত)! জয় জয় (তোমার জয় জয়); অগজগদোকসাং (স্থাবর-জঙ্গম শরীরধারী জীবগণের) দোষগৃভীতগুণাং (আনন্দাদির আবরক-গুণবিশিষ্টা) অজাং (অবিদ্যাকে) জহি (বিনাশ কর); যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) আত্মনা (স্বরূপদ্বারাই—স্বরূপভূত-চিচ্ছক্তিদ্বারা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ (সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত) অসি (আছ—হইয়াছ)। অখিলশক্ত্যববোধক (হে জীবগণের অখিল-শক্তির প্রকাশক)! ক্বচিৎ (কোনও সময়ে—সৃষ্টিসময়ে) অজয়া (মায়ার সহিত) চরতঃ (ক্রীড়াপরায়ণ) আত্মনাচ (এবং নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া স্ব-স্বরূপের সহিতও) [চরতঃ] (বিদ্যমান) তে (তোমাকে) নিগমঃ (শ্রুতি) অনুচরেৎ (প্রতিপাদন করেন)।

অনুবাদ। হে অজিত! তোমার জয়, তোমার জয় (তুমি স্বীয় সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ কর)। স্থাবরদেহধারী ও জঙ্গমদেহধারী জীবগণের আনন্দাদির আবরক গুণ-বিশিষ্ট মায়াকে তুমি বিনষ্ট কর; যেহেতু, স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিদ্বারাই তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছ। হে জীবগণের অখিলশক্তির উদ্বোধক! সৃষ্টিসময়ে তুমি যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া কর এবং নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহবশতঃ স্ব-স্বরূপেও বিদ্যমান থাক (অর্থাৎ স্বস্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া স্বীয় নিত্যলীলাদিও সম্পাদন কর), তখন শ্রুতিগণ তোমাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। ৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রুতিগণের (শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের) উক্তি এই শ্লোক। শ্রুতিগণ বলিলেন—হে **অজিত!** মায়াদ্বারা অনভিভূত হে পরমেশ্বর। **জয়জয়**—তোমার জয়, তোমার জয়; তুমি তোমার উৎকর্ষকে আবিষ্কার কর, তোমার উৎকর্ষকে প্রকটিত কর। কিরূপে উৎকর্ষকে আবিষ্কার করিবেন? তাহা বলিতেছেন—**অগজগদোকসাং**—অগ (গতি নাই যাদের, স্থাবর-বস্তুসমূহ) এবং জগ (গমন করে যাহারা, জঙ্গম-বস্তুসমূহ) ওকঃ (শরীর) যাহাদের, স্থাবরদেহে ও জঙ্গমদেহে অবস্থিত আছে যে সমস্ত জীব, সে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমদেহধারী জীবগণের; মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতাদির **অজাং**—অবিদ্যাকে, মায়াকে **জহি**—নাশ কর; সমস্ত জীবের অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া, সকলের মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া তুমি তোমার উৎকর্ষ প্রকটিত কর। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—শ্রুতিগণ বলিতেছেন, "কৃপাপূর্ব্বক জীবদিগকে তোমার স্বচরণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া তোমার উৎকর্ষ খ্যাপিত কর; জীবের পক্ষে তোমার চরণ-সেবাপ্রাপ্তির অন্তরায়স্বরূপ অবিদ্যাকে বিনষ্ট কর। (যেন পুনরায় সৃষ্টি-আদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবদিগকে পুনরায় দুঃখ দিতে না পারে—বৈষ্ণবতোষণী)।" গুণবতী মায়াকে কেন হনন করিব? কেন বিনষ্ট করিব? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**দোষগৃভীতগুণাং**—দোষের নিমিত্ত (গৃভীত) গৃহীত হইয়াছে গুণ যদ্দ্বারা, তাদৃশী মায়াকে নষ্ট কর; গুণকে গ্রহণ করিয়া মায়া গুণবতী হইয়াছে সত্য; কিন্তু মায়া গুণকে গ্রহণ করিয়াছে কেবল দোষের নিমিত্ত—জীবমায়াংশে, জীবের জ্ঞান ও আনন্দাদিকে এবং জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিবার নিমিত্ত এবং জীবের চিত্তকে ভগবান্ হইতে বিক্ষিপ্ত করিবার নিমিত্ত; আর গুণমায়াংশে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবকে প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুতে প্রলুব্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে ত্রিগুণদ্বারা নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া এবং জীবের প্রাকৃত ভোগায়তন দেহ প্রস্তুত করিয়া জীবকে সর্ব্বতোভাবে তোমা হইতে বহির্ম্মুখ করিবার নিমিত্ত। স্বৈরিণী নারী যেমন পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্তই মিষ্টভাষিতাদিগুণকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ এই মায়াও জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া, ভগবান্ হইতে জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়ে আসক্তি জন্মাইবার নিমিত্তই এবং এইরূপে জীবের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্তই গুণসমূহকে গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং এই মায়া হত হওয়ার—বিনষ্ট হওয়ারই—যোগ্যা; এই মায়া বিনষ্ট হইলে জীবের আর অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। আচ্ছা, বুঝা গেল, মায়াকে বিনষ্ট করাই সঙ্গত; কিন্তু তাহাকে বিনষ্ট করার উপযোগিনী কি শক্তি আমার আছে? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**ত্বম্**—তুমি **আত্মনা**—স্বরূপদ্বারা, স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিদ্বারা **সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ**—সমবরুদ্ধ (সম্প্রাপ্ত) হইয়াছে সমস্ত ভগ (ঐশ্বর্য্য) যদ্দ্বারা তাদৃশ,—সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছ; স্বরূপতঃই সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমাতে বর্ত্তমান—স্বরূপতঃই তুমি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ বলিয়া এবং তুমি মায়াকর্ত্তৃক অজিত—অনভিভূত—অপরাজিত বলিয়া এই মায়া স্বীয়গুণে ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়াছে, কেবলমাত্র তোমাকেই অভিভূত করিতে পারে নাই বলিয়া (চক্রবর্ত্তী), সুতরাং চিচ্ছক্তির বিলাসভূত-ঐশ্বর্য্যদ্বারা জড়রূপা মায়াকে বশীভূত করিয়াছ বলিয়া—স্থূলতঃ, তুমি মায়াধীশ বলিয়া, মায়াকে বিনষ্ট করার—শক্তি তোমার আছে। আচ্ছা, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাধন করিয়া জীবগণ নিজেরাই মায়াকে—তাহাদের মায়াবন্ধনকে—বিনষ্ট করুক না কেন? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন—হে **অখিলশক্ত্যববোধক**—হে সমস্ত শক্তির উদ্বোধক। তুমিই জীবগণের অন্তর্য্যামী; সুতরাং তুমিই তাহাদের সমস্ত-শক্তির উদ্বোধক বা প্রকাশক; সুতরাং জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাধনে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই; কিরূপে তাহারা তদ্রূপ সাধন করিবে? তুমি অকুণ্ঠ-জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণযুক্ত; তুমি যদি কৃপা করিয়া সাধনাবিষয়ে জীবগণের কর্ম্মজ্ঞানাদি-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার কৃপায় এবং তোমারই শক্তির সাহায্যে তাহারা হয়ত মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, "মায়া হইল আমার প্রাকৃত বৈভবের হেতু; তাহার বিনাশে আমারই ক্ষতি; সুতরাং কেন মায়াকে বিনষ্ট করিয়া আমি নিজের ক্ষতি করিব?" তদুত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—"তুমি আত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ—আত্মনা—তোমার স্বরূপভূত পরমানন্দদ্বারাই এবং সেই পরমানন্দ হইতে অভিন্ন তোমার স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই সম্যক্‌রূপে সমস্ত ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ।" ব্যঞ্জনা এই যে, "তোমার স্বরূপ-শক্তি এবং তোমার স্বরূপভূত পরমানন্দই তোমার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের, সমগ্র বৈভবের মূল। মায়ার যে বৈভব, তাহাও তোমার স্বরূপশক্তির কৃপাতেই, জড়মায়া নিজে কোনও বৈভবের হেতু হইতে পারে না। সুতরাং তোমার স্বরূপ-শক্তির তুলনায় জড়মায়া অতি তুচ্ছ; তোমার সমস্ত বৈভবের একমাত্র হেতু তোমার স্বরূপ-শক্তি তো পরমানন্দঘন-তোমাতে নিত্যই বর্ত্তমান। তুচ্ছ মায়া না থাকিলেই বা তোমার কি আসে যায়? নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দদায়িকা তোমার স্বরূপশক্তি কোটিকামধেনুর তুল্য; আর মায়া হইল একটী ছাগীর তুল্য। কোটিকামধেনুপতির ছাগীতে কি প্রয়োজন? সুতরাং তুমি কৃপা করিয়া মায়াকে নষ্ট কর।" শ্রুতিগণের কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—"আচ্ছা, আমার যে এতাদৃশী স্বরূপশক্তি আছে, তাহার প্রমাণ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরেই যেন বলা হইতেছে—তুমি অগজগদোকসাং অখিলশক্ত্যববোধক (তোষণীকার অগজগদোকসাম্-শব্দকে অখিলশক্ত্যববোধক-শব্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য টীকাকারগণ পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে অর্থাৎ অগজগদোকসাম্-এর সঙ্গে অজাম্-শব্দের যোগ করিয়া অর্থ করিয়াছেন)—অগানি সর্ব্বদা স্থিরাণি বৈকুণ্ঠানি জগন্তি চ অস্থিরাণি ব্রহ্মাণ্ডানি ওকাংসি যেষাং তেষাং জীবানাং যা অখিলাঃ অপ্রাকৃত্যঃ প্রাকৃত্যঃ বা শক্তয়ঃ সন্তি হে তদববোধক তচ্ছক্তীনামপি শক্তিপ্রদায়কেতি। অগ-শব্দের অর্থ গতিহীন, চিরস্থির, নিত্য; এইরূপে অগ-শব্দে বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামকে বুঝায়। আর জগৎ-শব্দে গতিশীল, অস্থির, অনিত্য বুঝায়। তাই জগৎ-শব্দে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিকে বুঝায়। তাহা হইলে অগজগদোকসাম্-

এইমত সব ভক্তের কহি সে-সে গুণ।
সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥ ১৭৯
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥ ১৮০
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে।
যমেশ্বরে প্রভু তার করাইলা আবাসে॥ ১৮১
পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপদামোদর।
দামোদরপণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥ ১৮২
এইসব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ-দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥ ১৮৩
একদিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন—॥ ১৮৪
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শব্দের অর্থ হইল—নিত্য ভগবদ্ধামাদি এবং অনিত্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদি শরীর হইল যে সমস্ত জীবের, তাহাদের। সে সমস্ত জীবের অখিল-শক্তির উদ্বোধক হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্ধামাদিতে যে সমস্ত জীব আছেন, তাঁহাদের সমস্ত অপ্রাকৃত শক্তির উদ্বোধক বা হেতু তো শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই, যেহেতু সেস্থানে মায়ার গতি নাই, অধিকন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবসমূহের প্রাকৃত শক্তির উদ্বোধকও কৃষ্ণের চিদ্রূপা স্বরূপশক্তিই; যেহেতু অচিদ্রূপা মায়ার তাদৃশ কোনও সামর্থ্যই নাই। সুতরাং স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বৈভবের হেতু, মায়া নহে। শ্রুতিদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—"এ সমস্ত তো হইল তোমাদের যুক্তিমাত্র; কিন্তু আমার স্বরূপশক্তিই যে আমার সমস্ত বৈভবের একমাত্র হেতু, স্বরূপ-শক্তি আছে বলিয়া আমি যে মায়াকে বিনষ্ট করিতে পারি, মায়াকে বিনষ্ট করিলেও যে আমার বৈভবের কোনও ক্ষতি হইবেনা, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কি?" তদুত্তরেই যেন শ্রুতিগণ বিনীতভাবে বলিতেছেন—"প্রমাণ আছে, এই আমরাই তাহার প্রমাণ; নিগমরূপে আমরাই তাহার সাক্ষী। শ্রুতিরূপে আমরাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকি যে—যখন তুমি পুরুষরূপে মায়াতে শক্তিসঞ্চার করিয়া মায়ার সহিত সৃষ্টিকার্য্যরূপ লীলা করিয়া থাক, ঠিক সেই সময়েও নিত্য-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে তোমার অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে তোমার স্বরূপ-শক্তির বিলাসীভূত নিত্যপরিকরদের সহিত তোমার আনন্দময়ী লীলায় বিলাসবান্ থাক। তোমার ধাম, তোমার পরিকর, তোমার লীলা—সমস্তই তোমার স্বরূপ-শক্তির বৈভব। আর, তোমার স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তোমার সৃষ্টিলীলাতে মায়া তোমার সহায়িনী হইতে পারে; তোমার স্বরূপ-শক্তির কৃপা পায় না বলিয়াই মহাপ্রলয়ে মায়া নিশ্চেষ্টা থাকে। সুতরাং তোমার স্বরূপ-শক্তিই তোমার সমস্ত বৈভবের হেতু; মায়া না থাকিলেও তোমার কোনও হানি হইবেনা; তাই মায়াকে বিনষ্ট কর।" **নিগমঃ**—বেদ। **ক্বচিৎ**—কোনও সময়ে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি-সময়ে **অজয়া**—মায়ার সহিত **চরতঃ**—ক্রীড়াপরায়ণ ছিলে যখন তুমি অর্থাৎ মায়ার সহিত ক্রীড়ার সমকালেই **আত্মনাচ**—তোমার নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বপ্রযুক্ত একস্বরূপে তোমার চিচ্ছক্তির বিলাসভূত নিত্যপরিকরাদির সহিতও যখন ক্রীড়া করিতেছিলে—অর্থাৎ যখন তুমি তোমার নিত্যপরিকরদের সহিত নিত্যলীলা করার সময়েই অন্য স্বরূপে সৃষ্ট্যাদি-সময়ে মায়ার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলে, তখন বেদ তোমাকে **অনুচরেৎ**—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"—ইত্যাদি বাক্যে—তোমার যে তাদৃশী শক্তি আছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে অনায়াসে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করার শক্তি যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আছে, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রুতিগণের অপরিসীম উৎকণ্ঠার কথাও এই শ্লোক হইতে জানা যায়।

১৭৯। **এই মত**—১৬৯-১৭৮ পয়ারোক্তি মত। **সে-সে গুণ**—যাহার যে গুণে প্রভু মুগ্ধ, সেই গুণের কথা।

১৮১। **যমেশ্বরে**—যমেশ্বরটোটা নামক স্থানে। **আবাসে**—বাসস্থান; থাকিবার যায়গা।

১৮৫। **অবসর**—অবকাশ; গৌড়ের বৈষ্ণবগণ যখন নীলাচলে ছিলেন, তখন তাঁহারাই কেহ না কেহ প্রভুকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করিতেন; অপরের পক্ষে তখন নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হইত না।

এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস-ভরি।
প্রভু কহে—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি॥ ১৮৬
সার্ব্বভৌম কহে—ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে—এহো নহে যতি-ধর্ম্মচিহ্ন॥ ১৮৭
সার্ব্বভৌম কহে—কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে—তোমার ভিক্ষা এক-দিবস॥ ১৮৮
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণ ধরিয়া।
'দশদিন কর' কহে মিনতি করিয়া॥ ১৮৯
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইল।
পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিল॥ ১৯০
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন—।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন॥ ১৯১
পুরীগোসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে॥ ১৯২
দামোদরস্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর॥ ১৯৩
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
একেকদিন একেকজন—পূর্ণ হৈল মাসে॥ ১৯৪
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥ ১৯৫
তুমি নিজ ছায়া-সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপদামোদর॥ ১৯৬
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেইদিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ ১৯৭
ষাঠীর মাতা নাম—ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহা ভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী॥ ১৯৮
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল॥ ১৯৯
ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাকফলাদিক আনাইল আহরি॥ ২০০
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকমর্ম্ম॥ ২০১
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগসেবা হয়॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৬। **মাসভরি**—মাস ভরিয়া প্রত্যহ। **ধর্ম্ম নহে**—ক্রমাগত একমাস এক জনের গৃহে আহার করা সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিরোধী।

১৮৭। **নহে যতিধর্ম্ম চিহ্ন**—সন্ন্যাস-ধর্ম্মের লক্ষণ নহে।

১৯০। **ঘাটাইল**—কমাইল।

১৯২। **পুরী গোসাঞি**—পরমানন্দ পুরী।

১৯৪। ত্রিশ দিনে মাস; তন্মধ্যে মহাপ্রভুর পাঁচ দিন, পুরী গোস্বামীর পাঁচ দিন, আটজন সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের দুই দিন করিয়া যোল দিন—এই হইল মোট ছাব্বিশ দিন; বাকী চারিদিনের মধ্যে দুই দিন (কি কচিৎ তিন দিন) একাদশী বাদ; বাকী দুই দিন (কি কচিৎ এক দিন) একাকী-স্বরূপদামোদরের; স্বরূপদামোদর মাঝে মাঝে প্রভুর সঙ্গেও যাইতেন। এই নিয়মে সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রভুর ও সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ হইত।

১৯৫। সকল সন্ন্যাসীকে একই দিনে একত্রে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন।

১৯৬। **নিজ ছায়া-সঙ্গে**—একাকী; নিজের ছায়া ব্যতীত তোমার সঙ্গে আর কেহ থাকিবে না।

১৯৮। **ষাঠী**—সার্ব্বভৌ-ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

২০০। **যেবা শাকফলাদিক**—যে সকল শাক বা ফলাদি ঘরে ছিল না। **আহরি**—আহরণ করিয়া; সংগ্রহ করিয়া।

২০১। **বিচক্ষণা**—পাক-কার্য্যে নিপুণা।

আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া ॥ ২০৩
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে ॥ ২০৪
বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
তিন-মান-তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত ॥ ২০৫
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিগে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল ॥ ২০৬
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিসারি।
চারিদিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥ ২০৭
দশ প্রকার শাক, নিম্ব-সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়ী ঘোল ॥ ২০৮
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ॥ ২০৯
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ ২১০
নব-নিম্বপত্রসহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ ২১১
ভৃষ্ট-মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১২
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলা বড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥ ২১৩
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ ২১৪
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহাঁ ধরি ॥ ২১৫
রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ ২১৬
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্রপীঠ-উপরে শুভ্র বসন পাতিল ॥ ২১৭
দুই পাশে সুগন্ধি-শীতল-জল ঝারী।
অন্নব্যঞ্জন-উপরি দেন তুলসীমঞ্জরী ॥ ২১৮
অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৩। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে; যেন প্রভু আহারে বসিলে কেহ না দেখে।

২০৪। সেই ঘরটীর দুইটী দ্বার—একটী বাহিরের দিকে, এই দ্বার দিয়া প্রভু আহারের সময় সেই ঘরে প্রবেশ করেন; আর একটী পাক-ঘরের দিকে; এই দ্বার দিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া প্রভুকে পরিবেশন করা হয়।

২০৫। **বত্রিশাকলার** ইত্যাদি—২।৩।৩৯-৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মান**—চৌষট্টি তোলায় একমান। **তিনমান-তণ্ডুলের**—১৯২ তোলা (অর্থাৎ প্রায় আড়াই সের) চাউলের।

২০৭। **কেয়াপত্র** ইত্যাদি—কেয়াপত্রের ডোঙ্গা এবং কলার খোলের ডোঙ্গা ব্যঞ্জনপূর্ণ করিয়া পাতের চারিদিকে রাখা হইয়াছে।

২০৮। **নিম্ব-সুকুতার ঝোল**—নিম পাতা ও পাট পাতার ঝোল। **বড়ীঘোল**—ঘোলের মধ্যে বড়ি দিয়া প্রস্তুত এক রকম জিনিস।

২০৯। **দুগ্ধ-তুম্বী**—দুধে পাক করা লাউ। **দুগ্ধকুষ্মাণ্ড**—দুধে পাক করা কুমড়া। **বেসারী**—ঘণ্ট তরকারী।

২১১। **ভৃষ্ট বার্ত্তাকী**—বেগুণ ভাজা।

২১২। **ভৃষ্ট মাষ**—ভাজা মাষকলাই। **মধুরাম্ল**—মিষ্ট অম্বল। **বড়াম্ল**—বড়াসংযুক্ত অম্বল।

২১৪। **কাঞ্জিবড়া**—কাঞ্জিমিশ্রিত বড়া। **দুগ্ধলকলকি**—মিষ্ট ও দুগ্ধ যোগে পাককরা চসিপিঠা।

২১৭। **শুভ্রপীঠ**—সাদা বসিবার আসন।

২১৮। দুইটী ঝারির একটীতে পা-ধোয়ার জল, আর একটীতে আচমনের জল।

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২০
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদপ্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন ॥ ২২১
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া—॥ ২২২
অলৌকিক এই সব অন্নব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ? ২২৩
শত-চূলায় যদি শতজন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ॥ ২২৪
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী ॥ ২২৫
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২২৬
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরমমোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥২২৭
তোমার বহুত ভাগ্য, কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ॥ ২২৮
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥ ২২৯
ভট্টাচার্য্য কহে—প্রভু ! না কর বিস্ময়।
যে খাইবে, তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ২৩০
না মোর উদ্‌যোগে, না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সে-ই তাহা জানে ॥২৩১
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥ ২৩২
ভট্ট কহে—অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ ? ॥২৩৩
প্রভু কহে—ভাল বলিলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ২৩৪

তথাহি (১১।৬।৬৪)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ত্যক্তুমশক্নুবন্নেব প্রার্থয়ে নতু মায়াভয়াদিত্যাহ ত্বয়েতি। মায়াং জয়েমেতি সা যদ্যস্মান্ প্রতি বিক্রামন্তী আয়াতি তর্হ্যেতৈরেবাস্ত্রৈঃ প্রবলীভূয় তাং জয়েম নতু জ্ঞানাদিভিরিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২০। **তাঁর হৃদয় জানিয়া**—সার্ব্বভৌমের মনের ভাব বুঝিয়া। প্রভু একাকী আসুন, ইহাই সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২১। **পাদপ্রক্ষালন**—প্রভুর পাদ প্রক্ষালন।

২৩৩। **অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ**—যাহা কিছু ভগবান্‌কে নিবেদন করা হয়, তাহাই প্রসাদ ; সুতরাং নিবেদিত অন্ন যেমন প্রসাদী, নিবেদিত আসনও তেমনি প্রসাদী।

২৩৪। **সকল শেষ**—প্রসাদী সকল রকম দ্রব্যই। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) উপযুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ (উপভুক্ত মালা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (তোমার উচ্ছিষ্টভোগী) দাসাঃ (দাস আমরা) তব (তোমার) মায়াং (মায়াকে) হি (নিশ্চিতই) জয়েম (জয় করিতে সমর্থ হইব)।

অনুবাদ। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"তোমাকর্ত্তৃক উপভুক্ত মালা, চন্দনাদিগন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়াকে নিশ্চিতই জয় করিতে সমর্থ হইব। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক **উপযুক্ত-স্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ**—উপভুক্ত স্রক্ (মালা), গন্ধ (চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য), বাস (বস্ত্র) এবং অলঙ্কার দ্বারা চর্চ্চিত (সজ্জিত) হওয়াই শীল বা অভ্যাস যাহাদের; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া আনন্দ পায় যাহারা এবং **উচ্ছিষ্টভোজিনঃ**—শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশেষ) ভোজন করিতেই অভ্যস্ত যাহারা; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণেই আনন্দ পায় যাহারা; প্রীত্যাধিক্যবশতঃ প্রসাদী মাল্যাদি কি ভুক্তাবশেষাদি যাহারা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেই **দাসাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের দাস বা ভক্তগণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃই শ্রীউদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের উপভুক্ত মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না—পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তাই তাঁহারা বলিতেছেন—"আমরা তোমার প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করিবই, তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবই।" প্রসাদী মাল্যাদি গ্রহণে মায়াকে জয় করা যায় সত্য; কিন্তু মায়ার ভয়ে ভীত হইয়াই যে মায়াকে জয় করার অভিপ্রায়ে শ্রীউদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যাদি গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীত্যাধিক্যবশতঃ তাঁহারা তৎসমস্ত ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়াই ঐরূপ বলিয়াছেন। তবে মায়া যদি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যচন্দনাদিরূপ অস্ত্র-শস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়াই তাঁহারা মায়াকেও পরাজিত করিবেন—কিন্তু মায়া-পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহারা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির আশ্রয় লইবেন না। এইরূপই চক্রবর্ত্তিপাদের টীকানুযায়ী এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী মাল্যচন্দনাদি সমস্তই যে ভক্তের গ্রহণীয়, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

এই শ্লোকে পীঠ-(শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত আসন)-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৪ পয়ারোক্ত "কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—বাক্যের প্রমাণরূপেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথাযুক্ত ব্যবহারেই আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মাল্যাদি অঙ্গে ধারণেই তাহাদের আস্বাদন; শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ (উচ্ছিষ্ট) ভোজনেই তাহার আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী আসন-সম্বন্ধেই সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রভুর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; সুতরাং এই আসনও প্রভু-প্রোক্ত "সকল শেষের" অন্তর্ভুক্ত। অথচ শ্লোকে আসনের কথা নাই; প্রভুও আসন গ্রহণ করিলেন। সাধক-ভক্তদের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আসনে উপবেশন করেন না, শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় শয়ন করেন না; এ সমস্ত সাধকদের নমস্য। শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া, স্নানোদকাদি লঙ্ঘন করিবে না (১।৫২, ৫৬)। লঙ্ঘন করিলেই তৎসমস্ত বস্তুর উপর দিয়া চরণাদি অধমাঙ্গ চালাইয়া নিতে হয়; তাহা অপরাধজনক। গুরুর পাদুকাকে সাধকগণ পূজাই করেন, স্বীয় পাদুকারূপে ব্যবহার করেন না। ভগবন্নির্ম্মাল্যও মস্তকে ধারণেরই বিধান। ভগবানের স্নানোদকও সাধক স্বীয় মস্তকেই ধারণ করেন, তদ্দ্বারা নিজে স্নান করেন না। এ সমস্ত দ্রব্য হইল পূজ্য, নমস্য; এ সমস্ত বস্তুতে চরণাদি অধমাঙ্গের স্পর্শ তাহাদের পূজ্যত্বের বিরোধী, তাই অপরাধজনক। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী আসনও তদ্রূপ পূজনীয়, মস্তকে ধারণীয়, কখনও লঙ্ঘনীয় নয়; তাহাতে উপবেশন তো দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত পুষ্প বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী নূপুর কোনও সাধক স্বীয় চরণে ধারণ করেন না, মস্তকেই ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী প্রত্যেক বস্তুরই ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বস্তুর মর্য্যাদা এবং পূজনীয়ত্ব রক্ষা করিয়া। প্রভু হইলেন স্বয়ংভগবান্—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তাই তিনি নবদ্বীপে বিষ্ণুখট্টায়ও বসিয়াছিলেন; তাঁহার অনুকরণে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ কখনও বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। বস্তুতঃ সার্ব্বভৌম যে আসন পাতিয়াছিলেন, তাহা প্রভুর জন্যই অভিপ্রেত ছিল; সার্ব্বভৌম মুখে তাহা খুলিয়া না বলিলেও তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় তাহাই। অন্তর্য্যামী প্রভুও মুখে খুলিয়া না বলিলেও তাহা জানিতেন এবং তাহা জানিয়াই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ঐ আসন অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের প্রমাণবলেই যে প্রভু আসনে বসিয়াছেন, তাহা মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না এবং প্রভুর এই আচরণের অনুকরণে সাধক-ভক্তদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের আসনে উপবেশন করাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ভগবানের

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে—জানি খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৫
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক-এক ভোগের অন্ন শতশত-ভার ॥ ২৩৬

দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥ ২৩৭
ব্রজে জ্যেঠা-খুড়া-মামা-পিসাদি গোপগণ।
সখীবৃন্দ সভার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥ ২৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আদেশই অনুসরণীয়, তাঁহার আচরণ ভক্তের পক্ষে অবিচারে অনুকরণীয় নহে (১।৪।৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এস্থলে "কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—ইহাই প্রভুর উক্তি। আসনও কৃষ্ণের অবশেষ; নমস্কারাদি সৎকারেই আসনের আস্বাদন—উপবেশনে আস্বাদন নয়, উপবেশন হইবে কৃষ্ণ-কার্য্যের অনুকরণ।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ-ভোজনে জিহ্বার আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে; প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি-গ্রহণে ত্বক্‌-দ্বারা শীতলত্ব, স্নিগ্ধত্ব এবং নাসিকাদ্বারা সৌগন্ধাদি আস্বাদিত হইতে পারে এবং প্রসাদী-বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণেও ত্বগিন্দ্রিয়ের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে। নমস্কারাদিদ্বারা বা মস্তকে ধারণদ্বারাও কি তদ্রূপ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারাই প্রসাদী আসনের আস্বাদন গ্রহণ করা হইবে? উত্তরে ইহাই বলা যায়—কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের মুখ্য আস্বাদন নয়; অন্তরিন্দ্রিয়ের আস্বাদনই মুখ্য আস্বাদন। ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণে ভক্তের চিত্তে যে ভক্তিরস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, তাহার আস্বাদনই মুখ্য আস্বাদন। প্রসাদী বস্ত্রালঙ্কার-ধারণে বহিরিন্দ্রিয়ের তেমন কিছু আনন্দ নাই, আনন্দ আছে অন্তরিন্দ্রিয়ের—উচ্ছ্বলিত ভক্তিরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ। নমস্কার বা মস্তকে ধারণাদি দ্বারাও আসনের তদ্রূপই আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির বা শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কথাদির আস্বাদনও অন্তরিন্দ্রিয়কর্ত্তৃকই আস্বাদন।

উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে স্রক্‌ (মাল্য), চন্দন, বাস (বস্ত্র) এবং অলঙ্কার দ্বারা "চর্চ্চিত" হওয়ার কথা আছে। চর্চ্চিত-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—অলঙ্কৃত। তাহাতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার কথাই পাওয়া যায়। কিরূপে প্রসাদী বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া যায়, তাহার নির্দ্দেশও এই শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ২।১৫।২৯ পয়ার হইতে জানা যায়, কৃষ্ণজন্মযাত্রা উপলক্ষ্যে তুলসী-পড়িছা জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র আনিয়া প্রভুর মস্তকে বান্ধিয়া দিয়াছিলেন, প্রভুর পার্ষদবৃন্দের মস্তকেও বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ৩।১৩।৪৮-৬০ পয়ার হইতে জানা যায়, পণ্ডিত জগদানন্দের বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে এক দিন শ্রীসনাতনগোস্বামী একখানি রক্তবস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিলেন; পণ্ডিত তাহাকে প্রভুর প্রসাদী বস্ত্র মনে করিয়াছিলেন। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, প্রসাদীবস্ত্র মস্তকে ধারণ বা মালার আকারে কণ্ঠে ও বক্ষে ধারণই সঙ্গত; এইরূপ ধারণেই বস্ত্রদ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। রাজা প্রতাপরুদ্রও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বহির্ব্বাস পূজা করিতেন (২।১২।৩৫)। প্রসাদীবস্ত্র সাধারণ বস্ত্রের ন্যায় পরিধানের কথা দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী কোনও বস্ত্রই অধমাঙ্গে (নাভির নীচে) ব্যবহার করা বোধ হয় সঙ্গত নয়। যাহাতে ভক্তির উন্মেষ এবং পুষ্টি সাধিত হইতে পারে, সেই ভাবে ব্যবহার করাই সঙ্গত।

২৩৫। তথাপি—শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাসী সমস্ত দ্রব্য ভক্তের গ্রহণীয় হইলেও। **যুয়ায়**—যোগ্য হয়। **জানি খাও যতেক যুয়ায়**—তুমি যাহা খাও, তাহার যে পরিমাণ হওয়া উচিত, তাহা আমি জানি। তোমার যোগ্য খাদ্যের পরিমাণ আমি জানি। প্রভুর নিয়মিত খাদ্যের পরিমাণ কত, তাহা পরবর্ত্তী ২৩৬-৩৯ পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৩৬। নীলাচলে—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথরূপে। নীলাচলে প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথের বায়ান্ন বার ভোগ হয়; প্রত্যেক বারে শত শত ভার অন্নের ভোগ দেওয়া হয়। শ্রীজগন্নাথরূপে তৎসমস্তই তুমি (প্রভু) গ্রহণ কর।

২৩৭-৮। দ্বারকাতে—দ্বারকায় শ্রীবাসুদেবরূপে। **ব্রজে**—ব্রজে শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে।

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি-রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে একগ্রাসী ॥ ২৩৯

তুমি ত ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥ ২৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বারকাতে তুমি বাসুদেবরূপে বিরাজিত; সেস্থানে তোমার ষোল হাজার মহিষী আছেন, আঠার জন মাতা আছেন, তাহা ছাড়া যাদবদের মধ্যে তোমার আত্মীয়-স্বজন অনেকই আছেন। আর ব্রজে তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে বিরাজিত; সেখানেও তোমার পিতা-মাতা আছেন, জ্যেঠা আছেন, খুড়া আছেন, মামা আছেন, পিসা আছেন, আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন; এতদ্ব্যতীত, তোমার প্রেয়সী গোপীবৃন্দও আছেন। দ্বারকায় এবং ব্রজে ইঁহাদের সকলের ঘরেই তো তুমি দ্বিসন্ধ্যা (প্রত্যহ দুই বার করিয়া) ভোজন করিয়া থাক।

২৩৯। নীলাচল, দ্বারকা ও ব্রজের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে তুমি যত অন্ন গ্রহণ করিয়াছ, তাহার তুলনায় আমার এই কয়টী অন্নে তো তোমার এক গ্রাসও হইবে না।

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ—ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমত ব্রজবাসিগণ যে গোবর্দ্ধনপূজা করিয়াছিলেন, তাহাকেই গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ বলা হইয়াছে। ২।৪।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞোপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে দ্বিতীয় এক পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদ্‌বপু ধারণ করিয়া—“আমি পর্ব্বত, আমিই এতদ্দেশাধিপতি হইয়াছি, তোমাদিগের ভক্তিদ্বারা প্রসন্ন হইয়া অদ্য প্রাদুর্ভূত হইলাম, অতএব তোমরা স্ব-স্ব-অভিমত বর গ্রহণ কর”—এইরূপ বলিতে বলিতে দূরস্থ, নিকটস্থ, কিম্বা নন্দগ্রামাদিবর্ত্তি ব্রজ-বাসিজন কর্ত্তৃক পরোক্ষে, অপরোক্ষে, কিম্বা ধ্যানদ্বারা অর্প্যমাণ নৈবেদ্যগুলি, সহস্র-কোটি-হস্তে তত্তৎ-স্থল হইতে অতি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র হস্তসমূহদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দ-সহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। “কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপ-বিশ্রম্ভণং গতঃ। শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্‌বৃহদ্বপুঃ॥ শ্রী, ভা, ১০।২৪।৩৫॥” গোবর্দ্ধন-পূজার জন্য সমবেত ব্রজবাসী গোপগণও পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত দিব্য-স্রক্‌চন্দনাদিদ্বারা সজ্জিত এই পর্ব্বতাকার রূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। “তং গোপাঃ পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগন্ধলেপনম্। গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা জগ্মুঃ প্রধানতঃ॥ শ্রী, ভা, ১০।২৪।৩৫-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী-টীকাধৃত হরিবংশ-বচন।” কিন্তু এই পর্ব্বতাকার বৃহদ্‌বপু যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। “অতঃ শ্রীকৃষ্ণোঽয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞা গোপানাং নাজনীতি বোধিতঃ॥—বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী।” গোপবর্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে যেই রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, বৃহদ্‌বপুরূপে পূজোপকরণ-গ্রহণ-সময়েও তিনি তাঁহাদের মধ্যে সেই রূপেই বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধ-প্রেমবশতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের আপন জন, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, তাঁহাদের কানাই তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন। বিরাট-কায় যিনি পর্ব্বতোপরি অবস্থিত থাকিয়া পূজোপকরণ গ্রহণ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতই, তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন; ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাহাতে মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন ভাবে ব্রজের ঐশ্বর্য্য কখনও আত্মপ্রকট করে না।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, গোবর্দ্ধন-যজ্ঞোপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণই পর্ব্বতাকার বপু ধারণ করিয়া ব্রজবাসীদিগের প্রদত্ত “রাশি-রাশি অন্ন” খাইয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন।

২৪০। তুমি স্বয়ং ভগবান্; তোমার ভোজ্যদ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না; আবার তুমি ইচ্ছা করিলে, দরিদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইলে, অতি অল্প পরিমিত বস্তুতেও তৃপ্ত হইতে পার। আমি দরিদ্র, বেশীকিছু যোগাড় করিতে পারি নাই; সামান্য এক গ্রাস অন্ন যোগাড় করিয়াছি; মধুকর যেমন ফুলে যাহা কিছু মধু পায়, তাহাই গ্রহণ করে, তুমিও তদ্রূপ কৃপা করিয়া আমার এই এক গ্রাস অন্নই গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথ-প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে ॥ ২৪১
হেনকালে অমোঘ-নামে ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪২
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠী হাথে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৩
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন—॥ ২৪৪
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ ২৪৫
শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটী চাহিল।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৬
ভট্টাচার্য্য লাঠী লৈয়া মারিতে ধাইলা।
পলাইলা অমোঘ, তার লাগ না পাইলা ॥ ২৪৭
তারে গালি-শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ২৪৮
শুনি ষাঠীর মাতা বুকে-শিরে হাত মারে।
'ষাঠী রাঁড়ী হৌক' ইহা বোলে বারে বারে ॥২৪৯
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া ॥২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৪১। **জগন্নাথপ্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ। **ভট্ট**—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৪২। **হেনকালে**—সার্ব্বভৌম যখন প্রভুকে জগন্নাথের প্রসাদ দিতেছিলেন, সেই সময়ে। **ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা**—ষাঠীনাম্নী সার্ব্বভৌম-কন্যার ভর্ত্তা (বা পতি) ; ষাঠীর স্বামী।

২৪৩। অমোঘ যে নিন্দক, যে কোনও সময়ে যে কোনও লোকের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহা সার্ব্বভৌম জানিতেন ; প্রভুর ভোজনের দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলে, পাছে সে আবার প্রভুর সাক্ষাতেই প্রভুর কোনও নিন্দা করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় সার্ব্বভৌম লাঠি হাতে লইয়া প্রভুর ভোগ-ঘরের দ্বারে বসিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য, অমোঘকে আসিতে দেখিলেই—প্রয়োজন হইলে লাঠির সাহায্যেও—তাড়াইয়া দিবেন।

২৪৪। কিন্তু প্রভুকে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনও সার্ব্বভৌমকেই করিতে হয়—প্রভু সন্ন্যাসী বলিয়া স্ত্রীলোক দর্শন করিবেন না, নচেৎ সার্ব্বভৌমের গৃহিণীও পরিবেশন করিতে পারিতেন। যাহাহউক, প্রভুকে পরিবেশন করিবার কালে সার্ব্বভৌম যখন অন্যমনস্ক হইলেন—যখন বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখার আর অবকাশ ছিল না—তখন সেই সুযোগে অমোঘ আসিয়া প্রভুর পাতের অন্নস্তূপ দেখিয়াই নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিল।

২৪৫। কি বলিয়া অমোঘ প্রভুর নিন্দা করিল, তাহা বলিতেছেন।

এই অন্নে ইত্যাদি—পাতে তিন মান চাউলের অন্ন ছিল (পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৫ পয়ার)।

২৪৬। **উলটি**—ফিরিয়া। **অবধান**—মনোযোগ ; অমোঘের দিকে দৃষ্টি।

২৪৯। **রাঁড়ী**—বিধবা। অত্যন্ত দুঃখে বুকে ও মাথায় চাপড়াইতে চাপড়াইতে সার্ব্বভৌমের গৃহিণী বলিলেন—ষাঠী বিধবা হউক, অর্থাৎ অমোঘ মরুক, এমন অপদার্থ স্বামী থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। যার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, কোন্ সময়ে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা যে জানে না, সর্ব্বজনঘৃণিত নিন্দাকে যে ত্যাগ করিতে পারে না—যে অতিথির মর্য্যাদা জানে না, যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেও নিন্দা করিতে পারে, তার মত পাষণ্ড স্বামী আমার মেয়ের থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।

নিজের ছেলের কোনও দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মাতাও যেমন কোনও সাময়িক উত্তেজনার বশে ছেলেকে বলিয়া থাকেন—"তুই মর, তুই মর, হতভাগা, তুই মরিলেই আমার হাড় জুড়ায়।" তদ্রূপ ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীও অমোঘের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া বলিয়াছেন—"অমোঘ মরুক, ষাঠী বিধবা হউক।" ইহা সাময়িক-উত্তেজনার উক্তি। প্রকৃতপ্রস্তাবে, মাতা কখনও প্রাণের সহিত নিজের মেয়ের বৈধব্য কামনা করিতে পারেন না, ইহা অস্বাভাবিক।

আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচী রসবাস ॥ ২৫১
সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্যবচন— ॥ ২৫২
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু! ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৩
প্রভু কহে—নিন্দা নহে, সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল? ॥ ২৫৪
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৫
প্রভুপায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৬
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য, ষাঠীর মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে— ॥ ২৫৭
চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৫৮
কিংবা নিজপ্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৫৯
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল, তার নাম না লইব ॥ ২৬০
ষাঠীকে কহ—তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥ ২৬১

তথাহি (ভাঃ ৭।১১।২৮)—

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ সন্তুষ্টা যথালাভেন তাবন্মাত্রেঽপি ভোগেঽলোলুপা দক্ষা অনলসা প্রিয়া সত্যাচ বাক্ যস্যাঃ সর্ব্বত্রাপি অপ্রমত্তা অবহিতা অপতিতং মহাপাতকশূন্যম্। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। আ শুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিত ইতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫১। **মুখবাস**—মুখশুদ্ধির জন্য গন্ধদ্রব্য। **রসবাস**—কবাবচিনি।

২৫৪। **সহজ কহিল**—অমোঘ প্রকৃত কথাই বলিয়াছে; আমার পাতে যে অন্ন দিয়াছিলে, তাহাতে বস্তুতঃই দশ বার জন লোকের পেট ভরিতে পারে।

২৫৫। **তাঁহার ঘরে**—প্রভুর বাসায়।

২৫৬। **আত্মনিন্দা কৈল**—প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে নিয়া নিন্দা শুনাইলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম নিজেকে অত্যন্ত ধিক্কার দিলেন।

২৫৮। মহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত প্রীতি; নিজের প্রাণ দিয়াও যদি প্রভুর প্রীতি-সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; সেই প্রভুকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের জামাতার মুখের নিন্দা শুনাইলেন—ইহা মনে করিয়া তাঁহার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহারই আতিশয্যে সার্ব্বভৌম মনে করিলেন যে—প্রভুর নিন্দাকারী অমোঘকে হত্যা করিতে পারিলেই, অথবা আত্মহত্যা করিতে পারিলেই তাঁহার দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম হইত।

২৫৯। **দুই**—আত্মহত্যা ও অমোঘের হত্যা।

২৬১। **তারে ছাড়ুক**—অমোঘকে পরিত্যাগ করুক। **সে হইল পতিত**—স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর নিন্দা করায় অমোঘ পতিত হইয়াছে। ভগবানের সেবা করাই **ব্রাহ্মণের স্বধর্ম**; ব্রাহ্মণ-সন্তান অমোঘ তাহা না করিয়া, অধিকন্তু ভগবানের নিন্দা করিয়া **স্বধর্ম্ম** হইতে স্খলিত হইয়াছে।

পতিত হইলে ইত্যাদি—পতিত-স্বামীকে ত্যাগ করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সন্তুষ্টা (যথালাভে সন্তুষ্টা) আলোলুপা (ভোগবিষয়ে লোভহীনা) দক্ষা (আলস্যহীনা)

সেই রাত্রে অমোঘ কাহাঁ পলাইয়া গেল। | প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল ॥ ২৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধর্ম্মজ্ঞা (ধর্ম্মজ্ঞা) প্রিয়সত্যবাক্ (প্রিয়বাদিনী ও সত্যবাদিনী) অপ্রমত্তা (সকল বিষয়ে অবহিতা) শুচিঃ (সর্ব্বদা শুচি) স্নিগ্ধা (ও স্নিগ্ধা) [সতী] (হইয়া) অপতিতং (অপতিত—মহাপাতকশূন্য) পতিং (পতিকে) তু (ই) ভজেৎ (ভজনা করিবে)।

অনুবাদ। সাধ্বী নারীর ধর্ম্ম-কথনে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—সাধ্বীনারী "যথালাভে সন্তুষ্টা হইবে, ভোগবিষয়ে লোভহীনা হইবে, সর্ব্বদা আলস্যহীনা হইবে, ধর্ম্মজ্ঞা হইবে, প্রিয়বাদিনী ও সত্যবাদিনী হইবে, সকল বিষয়ে অবহিতা (সতর্কা) হইবে এবং সর্ব্বদা শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া অপতিত (মহাপাতকশূন্য) পতিরই ভজনা করিবে।" ৬

এই শ্লোকে বলা হইল—সাধ্বীনারী "অপতিত পতিরই" ভজন করিবেন। এই উক্তি হইতে অনুমান দ্বারাই বুঝিতে হয় যে, পতিত পতির ভজন করা সাধ্বী-নারীর কর্ত্তব্য নহে। এই শেষোক্ত অনুমানলব্ধ বাক্য হইতে আবার অনুমানদ্বারা বুঝিতে হয় যে—পতিত পতিকে ত্যাগ করাই—সাধ্বী নারীর কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতে দুইবার অনুমান প্রয়োগের দ্বারাই এই শ্লোককে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬১ পয়ারের সমর্থক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; সুতরাং উদ্ধৃত শ্লোক সাক্ষাদ্‌ভাবে ২৬১ পয়ারের সমর্থক নহে, পরম্পরাক্রমই সমর্থক। এই শ্লোকের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—"তথাহি স্মৃতিবচনম্। পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ। ইতি।—পতিত পতিকে ত্যাগ করা উচিৎ।" এই স্মৃতিবাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবেই ২৬১ পয়ারোক্তির সমর্থক।

যাহা হউক, পতি-শব্দের অর্থ পালন-কর্ত্তা। পত্নীকে পালন করাই পতির কর্ত্তব্য। পালনেরও দুইটী অঙ্গ আছে—ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। দেহের পালন—দেহের পুষ্টি-বিধানাদি, সাজ-সজ্জাদি, দেহের ক্ষুধা মিটান হইল ব্যবহারিক পালন। আর দেহীর (দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত জীবাত্মার) পালনে, দেহীর ক্ষুধা-মিটানেই দেহীর পালন; ইহাই হইল পারমার্থিক পালন। এই উভয়রূপ পালনেই পতিত্বের সার্থকতা। এই দু'য়ের মধ্যে পারমার্থিক পালনেরই উৎকর্ষ; কারণ, ইহাতেই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের জ্ঞান উন্মেষিত হইতে পারে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া কৃষ্ণসেবার বাসনাই তাহার ক্ষুধা; সেব্য-সেবক-ভাবের উন্মেষণে, সেবা-বাসনার স্ফুরণে এবং পুষ্টিসাধনেই দেহীর ক্ষুধা মিটান সম্ভব; তদ্বিষয়ে আনুকূল্যই হইল পতিকর্ত্তৃক পত্নীর পারমার্থিক পালন। ইহা যে পতি না করেন বা করিতে না পারেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে পতি বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণসেবাই যখন জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য, তখন শ্রীকৃষ্ণসেবার বা সেই সেবাবাসনার প্রাতিকূল্য যে পতিদ্বারা হয়, সেই পতির পরিত্যাগে—কিম্বা যে পত্নীদ্বারাও তদ্রূপ প্রাতিকূল্য জন্মে, সেই পত্নীর পরিত্যাগে—কোনওরূপ পারমার্থিক প্রত্যবায়ের আশঙ্কা নাই, বরং মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। আর, হিন্দুর বিবাহ-ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যবহারিক ব্যাপারই নহে; নারায়ণকে সাক্ষী করিয়া নারায়ণের সাক্ষাতে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পটভূমিকায় রহিয়াছে পারমার্থিকতা; ব্যবহারিকত্বের আবরণ উন্মোচিত হইয়া গেলে পারমার্থিকতা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পারমার্থিকতা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাই যেস্থলে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেস্থলে কেবলমাত্র ব্যবহারিকতাদ্বারা বিবাহের তাৎপর্য্য রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে পতি-পত্নীর পরস্পর সংসর্গের মূল্য শাস্ত্রবিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ লোকের নিকটে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেবল অকিঞ্চিৎকরই নয়, দুর্ল্লভ মানব-জন্মের পক্ষেও বিড়ম্বনামাত্র। অমোঘের সম্বন্ধে স্বীয় কন্যা ষাঠীর ব্যবহার-বিষয়ে নৈষ্ঠিক ভক্ত সার্ব্বভৌম যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে এবং উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যের পশ্চাতেও রহিয়াছে উল্লিখিতরূপ বিচার; সুতরাং সার্ব্বভৌমের আদেশ কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে।

এই শ্লোক ২৬১ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২৬২। বিসূচিকা—ওলাউঠা।

'অমোঘ মরেন' শুনি কহে ভট্টাচার্য্য—।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৬৩

ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পঢ়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥ ২৬৪

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি (২৪১।১৫)—
মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৪।৪৬)—
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ করণভূতাভিঃ মহতা প্রযত্নেন অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং যৎকরণীয়ং গন্ধর্ব্বৈ স্তৎকৃতমিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৭

লোকান্ ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্ আশিষঃ নিজবাঞ্ছিতানি আয়ুরাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠং কিং পৃথক্ নির্দ্দেশেন সর্ব্বাণ্যপি শ্রেয়াংসি সাধ্যসাধনানি পুংসঃ সাধিতাশেষপুরুষার্থস্যাপি জনস্য মহতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং অতিক্রমঃ অভিভবঃ তেষু কশ্চিদপরাধোঽপীতি বা। শ্রীসনাতন। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৩। সহায় হইয়া—দৈব সহায় হইয়া অমোঘের বধরূপ আমার অভিপ্রেত কার্য্য করিল। ইহাও সার্ব্বভৌমের অত্যধিক দুঃখজনিত উক্তি।

২৬৪। ঈশ্বরেতে অপরাধ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিন্দাতে যে অমোঘের অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধের কথাই বলা হইতেছে। **দুই শাস্ত্রের বচন**—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই শাস্ত্রের শ্লোক। অথবা, দুইটী শাস্ত্রবাক্য, দুইটী শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকাদিদ্বারা) মহতা (অনেক) প্রযত্নেন (যত্নে) অস্মাভিঃ (আমাদিগকর্ত্তৃক) যৎ (যাহা) অনুষ্ঠেয়ং (অনুষ্ঠিত হইত) গন্ধর্ব্বৈঃ (গন্ধর্ব্বদিগকর্ত্তৃক) তৎ (তাহা) অনুষ্ঠিতং (অনুষ্ঠিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকাদিদ্বারা মহা প্রযত্নে (যুদ্ধাদি করিয়া) আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বগণই তাহা করিয়াছে।" ৭

গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পরাজিত হইলে কৌরব-সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্য্যোধন তখনও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে কিন্তু দুর্য্যোধনও গন্ধর্ব্বদের হাতে বন্দী হইলেন; তখন গন্ধর্ব্বগণ উৎসাহিত হইয়া দুঃশাসনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকেও বন্দী করিল এবং রাজপত্নীগণকেও হস্তগত করিল। এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়া দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ দীনভাবে আসিয়া সাহায্যের জন্য যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে, ভীমসেন উক্ত-শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়াই গন্ধর্ব্বের হাতে তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল, সগণে এত সহজে বন্দী হইতে হইল; নচেৎ তাঁহাকে এই ভাবে বন্দী করিতে হইলে পাণ্ডবদিগকে অনেক যুদ্ধাদি করিতে হইত। ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণে অপরাধ হওয়াতেই দুর্য্যোধনের এই দুর্দ্দশা।

"ঈশ্বরেতে অপরাধ"-ইত্যাদি ২৬৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

ঈশ্বরের নিকটে অপরাধের কথা তো দূরে, তাঁহার ভক্তের (মহতের) নিকটে অপরাধ হইলেও যে কত দুর্দ্দশা হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। মহদতিক্রমঃ (মহৎলোকের অবমাননা) পুংসঃ (লোকের) আয়ুঃ (আয়ু) শ্রিয়ং (শ্রী) যশঃ (যশঃ) ধর্ম্মং (ধর্ম্ম) লোকান্ (ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদিলোক) আশিষঃ (স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয়) এব চ (এবং) সর্ব্বাণি (সমস্ত) শ্রেয়াংসি (মঙ্গলকে) হন্তি (বিনষ্ট করে)।

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে॥ ২৬৫
আচার্য্য কহে—উপবাস কৈল দুইজনে।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥ ২৬৬
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাথ দিয়া—॥ ২৬৭
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয়॥ ২৬৮
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলে?
পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে?॥ ২৬৯
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥ ২৭০
উঠহ অমোঘ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমাকে কৃপা করিবে ভগবান্॥ ২৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন—"মহৎলোকদিগের অবমাননায় লোকের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধ্য-স্বর্গাদিলোক, স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয়, এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া যায়।" ৮

মহদতিক্রমঃ—মহৎ-লোকদিগের অতিক্রম (অর্থাৎ, অভিভব, অনাদর, অবমাননা বা মহৎ-লোকের নিকটে কোনও অপরাধ)।

ভগবানের ভক্ত মহৎ-লোকদিগের অবমাননাতেই যখন আয়ুঃ-ক্ষয়াদি হইতে পারে, তখন ভগবদবমাননায় যে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অমোঘ প্রভুর অবমাননা করাতেই তাহার আয়ুঃ-ক্ষয় হইয়াছে, বিসূচিকারোগে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—ইহাই এই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে।

উক্ত শ্লোক দুইটী ২৬৪ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

২৬৫। **ভট্টাচার্য্য-বিবরণে**—সার্ব্বভৌমের সংবাদ।

২৬৮-২৬৯। **সহজে**—স্বভাবতঃই। **ব্রাহ্মণ**—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহার ভগবদনুভূতি জন্মিয়াছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। **মাৎসর্য্য**—অপরের উৎকর্ষের অসহনকে মাৎসর্য্য বলে। সার্ব্বভৌম যে প্রভুকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছিলেন, তাহা অমোঘের সহ্য হইতেছিল না; ইহাতেই অমোঘের মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাঁহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না; কারণ, ভগবদনুভবের প্রভাবে তিনি পরম-উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, কাহারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ-মৎসরতা তাঁহার উদারচিত্তে স্থান পাইতে পারে না। মাৎসর্য্য চিত্তের হীনতারই পরিচায়ক।

মাৎসর্য্য-চণ্ডাল—মাৎসর্য্যরূপ চণ্ডাল (হীনবৃত্তি)। প্রভু অমোঘকে বলিলেন—"অমোঘ! ব্রাহ্মণবংশে তোমার জন্ম; যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃই নির্ম্মল থাকে, হিংসা-বিদ্বেষ-মৎসরতাদি তাঁহার পবিত্রচিত্তে স্থান পাইতে পারে না। তাই তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের যোগ্যস্থান। এরূপ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া তোমার হৃদয়ে তুমি কেন মাৎসর্য্যকে স্থান দিলে? যে হৃদয়কে পরম-পবিত্র করিয়া ব্রাহ্মণোচিত করা উচিত ছিল, তাহাকে মাৎসর্য্যের সংশ্রবে অপবিত্র করিতে গেলে কেন?"—এইরূপই এই পয়ারদ্বয়ের মর্ম্ম।

ব্রাহ্মণবংশজাত অমোঘকে অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে, তাহার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, তাহার চিত্তে ব্রাহ্মণোচিত আত্মসম্মান-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে—ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"সহজে নির্ম্মল" ইত্যাদি।

২৭০। **সার্ব্বভৌম-সঙ্গে**—সার্ব্বভৌমের ন্যায় পরম ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে। **কল্মষ**—পাপ।

শুনি 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭২
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ !
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৭৩
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়—।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥ ২৭৪
এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৭৫
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাথে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৭৬
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র—।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৭৭
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥ ২৭৮
অপরাধ নাহি, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥ ২৭৯
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮০
প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ ?
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ ? ॥ ২৮১
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৮২
তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥ ২৮৩
প্রভু-পাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ? ॥ ২৮৪
প্রভু কহেন—অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা—যাহাতে পালক ॥ ২৮৫
এবে বৈষ্ণব হৈল, তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ ২৮৬
ভট্ট কহে চল প্রভু ! ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি তাহাঁ মুঞি আসিছোঁ এখনে ॥ ২৮৭
প্রভু কহে—গোপীনাথ ইহাঁই রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা ॥ ২৮৮
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে ॥ ২৮৯
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭২। অমোঘের বুকে হাত দিয়া প্রভু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অমোঘের চিত্তের সমস্ত মলিনতা এবং অনর্থ দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণনাম করার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু অমোঘের চিত্তে প্রেমভক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন (১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই অমোঘ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে উঠিয়া প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কৃপায় অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধিও তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়াছিল।

২৭৭-৭৮। প্রভু অমোঘকে এত কৃপা কেন করিলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত ; আর অমোঘ হইল সার্ব্বভৌমের জামাতা ; তাই অমোঘও প্রভুর স্নেহের পাত্র ; এজন্যই তাহার প্রতি প্রভুর এত কৃপা।

২৮৫। যাহাতে পালক—পালনকর্ত্তা বলিয়া ; পালনকর্ত্তা হইয়া বালক-পাল্যের দোষ গ্রহণ করিতে নাই।

২৮৬। বৈষ্ণব হৈল—কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাতে অমোঘ এখন বৈষ্ণব হইয়াছে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

২৮৭। চল—যাও। **তাহাঁ**—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে। সার্ব্বভৌম বলিলেন—"প্রভু, তুমি শ্রীমন্দিরে যাইয়া জগন্নাথ-দর্শন কর গিয়া ; আমিও স্নান করিয়া সেখানে যাইতেছি।"

২৯০। "প্রেমে নৃত্য"-স্থলে "প্রেমে মত্ত" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥ ২৯১
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥ ২৯২
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত্র।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইল বিদিত॥ ২৯৩
ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ॥ ২৯৪

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেইজন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥ ২৯৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৯৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্ব-
ভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম
পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯১। চিত্র—বিচিত্র।

২৯৩। ভোজন-চরিত্র—প্রভুর ভোজন লীলা। **যাঁহা**—যে ভোজন-লীলায় বা যে ভোজন-লীলার উপলক্ষ্যে সার্ব্বভৌমের গৌর-প্রীতির মাহাত্ম্য জানা গেল।

২৯৪। ভক্তসম্বন্ধে ইত্যাদি—(সার্ব্বভৌমের ন্যায়) ভক্তের সহিত সম্বন্ধ ছিল বলিয়া যে ভোজন-লীলায় প্রভু অমোঘের অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

—o—